খ—পরিশিষ্ট

উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা,—শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মিত্র, উপহৃত পুস্তক,—(১) সরল উপনিষৎ—ঈশোপনিষৎ, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—(২) দ্রব্যগুণ শিক্ষা, (৩) সাহিত্য-সংগ্রহ, (৪) হাইড্রোপ্যাথি বা জল-চিকিৎসা, (৫) ঘরে-বাইরে, (৬) নলদময়ন্তী, (৭) পুরুষকার মহাবীর গারফীল্ড, (৮) Les Miserables, (৯) Stories from the Arabian Nights, (১০) Greetings to Young India, (১১) Select Works of Sri Sankaracharya (Text and Translations), (১২) Etiquette for Everyday, (১৩) Poems of Cowper.

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

১১ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৪, ২৭এ নবেম্বর ১৯২৭, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা

রায় শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র মহাশয় কর্ত্তৃক ১৯৪৬ খানি পুস্তকদানের বিষয় বিজ্ঞাপন, ৫। প্রদর্শন—উত্তররাঢ় কান্দী হইতে শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম এ মহাশয়ের সংগৃহীত (ক) বিষ্ণুমূর্ত্তি, (খ) হরিহরমূর্ত্তি এবং (গ) হর-পার্ব্বতী মূর্ত্তি। ৬। শোক-প্রকাশ—(ক) রায় দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, এফ এম এস, এফ আর ই এস্ বাহাদুরের এবং (খ) দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী এম এ মহাশয়ের পরলোকগমনে, ৭। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের সমর্থনে রায় শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় ত্রয়স্ত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং তাহাদের উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, বনহুগলীনিবাসী শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র মহাশয়

তাঁহার পারিবারিক পুস্তকালয় হইতে পরিষৎকে ১৯৪৬ খানি নানা বিষয়ের পুস্তক দান করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত প্রায় ১৫০০ পুস্তকের তালিকা হইয়াছে। এখনও যতগুলি পুস্তক আছে, সে সকলের তালিকা প্রস্তুত হইলে, তাঁহার প্রদত্ত পুস্তক-সংখ্যা দুই হাজারের উপর হইবে। তিনি আজীবন কত কষ্ট স্বীকার করিয়া এই সকল পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতিবশতঃ তাঁহার অতি যত্নসঞ্চিত পুস্তকগুলি পরিষৎকে দান করিয়াছেন। পরিষৎ তাঁহার এ দানের জন্ত বিশেষ উপকৃত হইলেন। সমবেত সভ্যগণ শ্রীযুক্ত নারায়ণ বাবুকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

৫।. সম্পাদক মহাশয়, কান্দীর সাবডিভিশনাল অফিসার শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম এ মহাশয় নিম্নলিখিত যে মূর্ত্তিগুলি সংগ্রহ করিয়া পরিষৎকে দান করিয়াছেন, তাহা বিজ্ঞাপিত করিলেন :—

(ক) বিষ্ণুমূর্ত্তি—কান্দীর অন্তর্গত ভরতপুর থানার বামুনগাছি গ্রাম হইতে সংগৃহীত। প্রদাতা শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম এ।

(খ) হরিহর-মূর্ত্তি—ঐ থানার করন্দী গ্রাম হইতে সংগৃহীত। প্রদাতা শ্রীযুক্ত হরিদাস সরকার।

(গ) হরপার্ব্বতী মূর্ত্তি—ঐ থানার অন্তর্গত খাড়েরা গ্রামে প্রাপ্ত। প্রদাতা—শ্রীযুক্ত তিনকড়ি রায়, শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন দাস, শ্রীযুক্ত ভবতারণ দাস এবং শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর দাস।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবুকে এবং অপর মূর্ত্তি প্রদাতৃগণকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৬। শোক-প্রকাশ—(ক) রায় দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, এফ এম এস, এফ আর ই এস বাহাদুর। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন, ৺দেবেন্দ্রবাবু গবর্মেণ্টের উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন। গবর্মেণ্টের Statistics Department এ তাঁহার বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তিনি পরিষদের বিশেষ হিতৈষী সদস্য ছিলেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

(খ) কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী এম এ। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, ৺দ্বিজেন্দ্রবাবু নদীয়া জেলার বিখ্যাত জমসেরপুরের বাগচীবংশে ১২৮৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখী পূর্ণিমায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯২ খৃঃ বিদ্যাসাগর কলেজ হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, পরে ১৮৯৯ খৃঃ দর্শনশাস্ত্রে এম এ পাশ করেন। পরে এটর্নি পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত হইতেছিলেন। কিন্তু আইনের নীরস পুস্তক কিংবা আইন ব্যবসা তাঁহার মনঃপূত না হওয়ায় মধ্যপথেই তিনি এই এটর্নিশিপ পাঠ ত্যাগ করেন। বাল্যকাল হইতেই কাব্যসাহিত্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ লক্ষিত হইত। তিনি আমরণ সাহিত্য চর্চ্চা করিয়াছেন। ইংরেজি, সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন ও তর্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল। তিনি অতি সংযমী, বিনয়ী, অমায়িক ছিলেন। তাঁহার বন্ধুপ্রীতি ও বন্ধুবাৎসল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। তিনি জমিদার ছিলেন, নিজের জমিদারীর কার্য্য ও কলিয়ারীর কার্য্য পরিচালনে বিশেষ তীক্ষ্ণ বিষয়বুদ্ধিমত্তার

পরিচয় দিয়াছেন। বিভিন্ন মাসিক পত্রে তাঁহার বিবিধ বিষয়ের সমালোচনা ও প্রবন্ধাদি বাহির হইয়াছিল। তাঁহার ‘একতারা’ নামক কাব্যখানি সাহিত্য-সমাজে বিশেষ সুপরিচিত। শ্রীরামপুরের বিখ্যাত গোস্বামিবংশে তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার এক পুত্র শ্রীযুক্ত দীপেন্দ্রনারায়ণ এবং দুই কন্যা বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তাঁহার পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এবং বঙ্গভাষার বিশেষ ক্ষতি হইল।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় বলিলেন যে, কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ মিষ্টভাষী ও অমায়িক ছিলেন, তাঁহার অহঙ্কার ছিল না। যাঁহারা তাঁহার ‘একতারা’ একবার পড়িবেন, তাঁহারা দেখিবেন যে, বর্ত্তমান সময়ের প্রচলিত গীতি-কবিতা হইতে তাহা পৃথক্, তাঁহারা উহা পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ পাইবেন। এই বলিয়া তিনি পরলোকগত কবির আত্মার শান্তি লাভ হউক, এই প্রার্থনা করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, স্বর্গীয় কবির পুত্র শ্রীযুক্ত দীপেন্দ্রনারায়ণ বাগচী মহাশয় তাঁহার পিতার একখানি চিত্র প্রস্তুত করিয়া পরিষৎকে দান করিবেন। সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে এই দানের প্রস্তাবের জন্য শ্রীযুক্ত দীপেন্দ্র বাবুকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া পরলোকগত কবির স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর অধিবেশনের কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীনিখিলনাথ রায়
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমর্থক—কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, সদস্য—১। শ্রীযুক্ত কবিরাজ রমেশচন্দ্র গুপ্ত পুরাণরত্ন বিদ্যাবারিধি, ‘শ্রীনিকেতনে’র অধ্যাপক, ২০ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, ২। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, আগরতলা, ত্রিপুরা ষ্টেট; ৩। কবিরাজ শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, নীলকণ্ঠপুর, গোচারণ, ৪ পঃ, ৪। শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত বি এ, সাব-ডিভিশনাল অফিসার, আলিপুর, ২৩ ডিক্সন লেন, ৫। শ্রীযুক্ত সাক্ষীগোপাল কঙ্কাল, শিকদারপাড়া ষ্ট্রীট, ৬। শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ২২ রাজেন্দ্র মিত্র রোড, বেলেঘাটা, ৭। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ২এফবি বেথুন রো, ৮। শ্রীযুক্ত হরিদাস নন্দী, ৫০।৬ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, ৯। শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সেন, পি, ১২৪এ রসা রোড, ১০। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমার নন্দী বি, এস-সি, বেঙ্গল বোর্ডিং হাউস, হ্যারিসন রোড; প্র—শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি

ঘোষ, স—ঐ, সদ—১১। শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মিত্র বি এল, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সহকারী সম্পাদক, ২৯ হুজুরী মল লেন; প্র—শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, স—ঐ, সদ—১২। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বসু, ১ সুকিয়া ষ্ট্রীট, প্র—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, স—ঐ, সদ—১৩। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবিহারী দাস, সালগড়িয়া, পাবনা; প্র—শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু এম এ, স—ঐ, সদ—১৪। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু, ১৭ রাজেন্দ্রলাল ষ্ট্রীট, ১৫। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১৩৬ বেনারস্ রোড, সালখিয়া, হাওড়া, ১৬। শ্রীযুক্ত অনুপমকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৪ প্যারী রো, ১৭। শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ দে, ৫।১ রাজচন্দ্র সেন লেন, ১৮। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ সেন, পান-ভিলা, চন্দননগর, ১৯। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দত্ত, মেসার্স ডি সি বড়াল এণ্ড কোং অফিস, ৬ কমার-শিয়াল বিল্ডিংস, ২০। শ্রীযুক্ত হরিপদ দত্ত, ৬৯।২ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ২১। মৌলভী মহম্মদ হোসেন, ১৩ এজরা ষ্ট্রীট, ২২। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন, ৫০ সুকিয়া ষ্ট্রীট, ২৩। শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, কুঠীঘাটা রোড, বরাহনগর, ২৪ পঃ; প্র—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল, এটর্ণি, স—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সদ—২৪। শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সরকার বি-ই, ২৭ডি গোপীমোহন দত্ত লেন, বাগবাজার।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র মল্লিক, উপহৃত পুস্তক—(১) জীবন্মুক্তি-বিবেক (বিদ্যারণ্য মুনিবিরচিত); শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—(২) গৌরী, (৩) মায়ের প্রজা, (৪) নিরুপমা বর্ষ-স্মৃতি, ১৩৩৪, (৫) ধর্ম্মবীর শ্রদ্ধানন্দ, (৬) অভ্যাসযোগ, (৭) জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি, (৮) বীরবলের হাল-খাতা, (৯) শ্রুতি-স্মৃতি, (১০) ইষ্টার বিদ্রোহ ও গরিলা যুদ্ধ, (১১) ধর্ম্মের তত্ত্ব ও সাধন, (১২) শ্রীশ্রীমায়ের কথা, (১৩) মুক্তির আলো, (১৪) ভারতে জাতীয় আন্দোলন; শ্রীযুক্ত কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়—(১৫) বন্দ্যবংশ, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার—(১৬) রাজগুরু যোগীবংশ বা রুদ্রজ ব্রাহ্মণ জাতির বিবরণ; শ্রীযুক্ত বাসন্তীচরণ সিংহ, (১৭) খাদ্য ও স্বাস্থ্য; শ্রীযুক্ত রামকুমার নাথ—(১৮) মণিমোহন-জীবনী; শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার চট্টোপাধ্যায়—(১৯) চয়নিকা, শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার—(২০) ভাদ্র; শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন গুপ্ত—(২১) হালুম বুড়ো; শ্রীযুক্ত অবনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়—(২২) শ্রুতি-স্মৃতি; শ্রীযুক্ত দীপেন্দ্রনারায়ণ বাগচী (২৩) একতারা; The Manager, Govt. of India, Central Publiction Branch —(২৪) Twenty-Eighth Annual Report of the Chief Inspector of Explosives in India being his Annual Report for the year ending 31st March, 1927. (২৫) Epigraphia Indica, Vol. XII. Part VII, 1904, (২৬)

Statistical Abstract for British India from 1916·17 to 1925·26 ; The Registrar, Calcutta University—(২৭) Journal of the Department of Letters, Vol. xvi 1967 ; The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot—(২৮) Report on the Police in the Bengal Presideney for the year 1926, (২৯) Conucil Proceedings, Official Report, Bengal Legislative Council, Twenty-sixth Session, 1927, vol. xxvl. (৩০) Suppement to the Report on Public Instruction in Bengal for the years 1925·26, The Secretary, Smithsonian Institution, Washington—(৩১) The Flora of Berro Colorado Island, Panama, (৩২) Morphology and Mechanism of the Inscet Thorax, (৩৩) Burials of the Algonquian, Sioun and Cadoan Tribes, West of Mississippi ; The Superintendent, Naval Observatory, Washington—(৩৪) The American Ephemeris and Nautical Almanac for 1929 ; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—(৩৫) Mother India (Miss Mayo).

স্থগিত দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন

১১ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৪, ২৭এ নবেম্বর ১৯২৭, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

রায় শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়,—(ক) সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ সাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ বসু কবিভূষণ বি এ এবং (খ) প্রতিষ্ঠাবান্ প্রবীণ অধ্যাপক অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোক প্রকাশ।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে রায় শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

(ক) যোগীন্দ্রনাথ বসু কবিভূষণ বি এ

শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় বলিলেন, ৺যোগীন্দ্র বাবুকে সকলেই জানেন। তিনি আদর্শ-চরিত্রের লোক ছিলেন ও সুলেখক ছিলেন। নিজের চেষ্টায় তিনি সংসারে চতুর্ব্বর্গ ফললাভ করিয়াছিলেন। আমার এই চরম বয়সে তাঁহার সহিত পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহার ভদ্রতা ও বিভাবত্তা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার প্রথম পুস্তক মাইকেলের জীবনী। তিনি বৈদ্যনাথধামে অবস্থানকালে এই পুস্তক রচনা করেন। কত কষ্ট স্বীকার করিয়া তাঁহাকে

এই জীবনী লিখিবার উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। বোধ হয়, আমাদের দেশে এ ভাবে জীবনচরিত্র লেখার তিনিই পথ-প্রদর্শক। তাঁহাকে ঘরে ঘরে গিয়া এই মহাকবির জীবনেতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। বোধ হয়, ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও ৺গৌরমোহন বসাক কবির সতীর্থ ছিলেন। তাঁহাদের সহিত মধুসূদনের অত্যন্ত প্রণয় ছিল। ভূদেববাবু যোগীন্দ্র বাবুকে অনেক বিষয়ের সংবাদ দেন এবং প্রধানতঃ তাঁহার উৎসাহ ও প্রেরণায় তিনি এই অপূর্ব্ব জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হন। ৺গৌরদাসবাবুও যোগীন্দ্রবাবুকে অনেক কাগজ-পত্র দিয়া সাহায্য করেন। এতদ্ব্যতীত ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ৺দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়গণের নিকটও তিনি অনেক বিষয় সংগ্রহ করেন। এই সকল সংবাদ আমি ৺যোগীন্দ্রবাবুর নিকটই শুনিয়াছি। ৺যোগীন্দ্রবাবুর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'পৃথ্বীরাজ কাব্য।' এই গ্রন্থ হিন্দুমাত্রেরই পাঠ করা উচিত। তাঁহার তৃতীয় কাব্য 'শিবাজী'। ভারতের কীর্ত্তি-কলাপ শিবাজীর কার্ত্তি-কলাপে উজ্জ্বল। তাঁহার প্রতাপে দিল্লীর বাদশাহের সিংহাসন প্রকম্পিত হইয়াছিল। এই সকল আখ্যান তিনি সুললিত ছন্দে ও সুন্দর ভাষায় কাব্য রচনা করিয়া দেশের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। অন্য কোন বই না লিখিয়াও তিনি যদি মাত্র এই দুইখানি কাব্য রাখিয়া যাইতেন, তাহা হইলে তিনি চিরদিন যশস্বী হইয়া যাইতেন। তাঁহার অন্য কাব্য 'মানব গীতা'। 'মানব-গীতা'য় তিনি মানবের কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম কি, তাহা সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অধুনা দেশে ধর্ম্ম বলিয়া কিছু আছে কি না, তাহা আমি জ্ঞাত নহি, তথাপি এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেশের বালকগণের ধর্ম্মে মতি ফিরিবে, এ কথা আমি স্পষ্টভাবে বলিতে পারি। এতদ্ব্যতীত তিনি অহল্যা বাইএর জীবনী ও অন্যান্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ৺যোগীন্দ্র বাবুর মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে আমার সহিত আলাপ পরিচয় হয়। তখন জানিতে পারি যে, তিনি আমার সতীর্থ ছিলেন—হেয়ার স্কুলে আমরা উভয়েই পড়িতাম।

সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়, দ্বারবঙ্গ হইতে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ ঠাকুর মহাশয় "যোগীন্দ্র-প্রয়াণে" নামে যে কবিতা পাঠাইয়াছেন, তাহা পাঠ করেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবু ৺যোগীন্দ্র বাবুর বিষয়ে নিম্নলিখিত বিবরণটি পাঠ করিলেন,— "ইং ১৮৮৮ খৃঃ কলিকাতা লোয়ার সার্কুলার রোড, ইংরেজ সমাধি-ক্ষেত্রে যখন কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের সমাধি-স্তম্ভের প্রতিষ্ঠা হয়, সেই বৎসর স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পুত্র ৺যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় মধুসূদনের জীবনী লিখিবার উপকরণ-সংগ্রহ-কল্পে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রে এক আবেদন প্রকাশ করেন। আমি ১৮৮৩ খৃঃ শীতকালে এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেওঘরে প্রবাস যাপন করি। সেই সময় ঋষিকল্প রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ও সেখানে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার 'বিবিধ প্রবন্ধ' নামক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থে মাইকেল মধুসূদন দত্ত-প্রণীত 'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র সমালোচনা পাঠ করিয়া আমি মধুসূদনের

প্রতি আকৃষ্ট হই। তারপর মিত্র মহাশয়ের পত্রে তাঁহার পুত্র ৺যোগীন্দ্রবাবুর পত্র পাঠ করিয়া আমি অনেক প্রাচীন মাসিক ও সাময়িক পত্র হইতে মাইকেল সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলে পর, দেওঘর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় (যাঁহার স্মৃতি-বাসরে অদ্য আমরা সমবেত হইয়াছি) আমাকে পত্র লেখেন। তদবধি এই যোগীন্দ্রবাবুর সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হই। তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে পর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইয়া আমি তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। অতঃপর তিনি কার্য্যসূত্রে কলিকাতায় অবস্থান করিতে থাকেন। রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুরের মৃত্যুর পর, তিনি "মধুসূদন স্মৃতি-সমিতির" সভাপতি হন। আমি সেই সমিতির সম্পাদকরূপে তাঁহার সহিত বহু কাল কার্য্য করিয়াছি। তিনি আমাকে ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিতেন। যাঁহারা তাঁহার সহিত মেলা-মেশা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাঁহারাই জানেন যে, তিনি কিরূপ ধর্ম্মপরায়ণ, ন্যায়বান্, সৎপথাবলম্বী, কর্ম্মপটু এবং শ্রমশীল ছিলেন। এক দিকে যেমন তিনি বিষয়-কর্ম্মে মনোযোগী, কার্য্যকুশলী, সাংসারিক সমস্যা সমাধানে পারদর্শী, তেমনি অন্য দিকে অপূর্ব্ব প্রতিভাবান্ কবি এবং সাহিত্যিক। এক দিকে তিনি যেমন মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের অপূর্ব্ব জীবনচরিত্র রচনা করিয়া গভীর গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, তেমনি বিবিধ বিষয়ের বহু স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করিয়া অসাধারণ কৃতিত্বের নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। উপনিষদের অনুবাদ "মানব-গীতা", 'শিবাজী' ও 'পৃথ্বীরাজ মহাকাব্য' তাঁহার এক একটি বিরাট্ কীর্ত্তিস্তম্ভ। এই সকল গ্রন্থ তাঁহাকে বঙ্গ-সাহিত্যে চিরঅমর করিয়া রাখিবে। তিনি যে কতদূর মহানুভব সহৃদয় ও উদারপ্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন, তাহা দুইটি মাত্র উদাহরণ দিয়া আমার বক্তব্যের পরিসমাপ্তি করিব। আমি মাইকেল মধুসূদনের জীবন-স্মৃতি "মধুস্মৃতি" রচনাকালে যোগীন্দ্র বাবুর গ্রন্থ হইতে কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয় আমার পুস্তকের জন্য ব্যবহার করিবার অনুমতি চাহিলে, তিনি অতি উৎসাহের সহিত উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, 'আপনি আমার পুস্তক যদৃচ্ছা ব্যবহার করিতে পারেন।' তিনি যে প্রকার সহৃদয়তার সহিত সেই উক্তি করিয়াছিলেন, তাহা আজিও আমার স্মৃতিপটে চিরাঙ্কিত রহিয়াছে, তাহা ভুলিবার নয়। একবার সার্কুলার রোড সমাধি-ক্ষেত্রে মধুসূদনের সমাধি-স্তম্ভের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তিনি হৃদয় খুলিয়া মুক্তকণ্ঠে আমার 'মধুস্মৃতি'র এরূপ প্রশংসাবাদ করেন যে, লজ্জায় আমাকে অবনত হইতে হইয়াছিল। তাঁহার গ্রন্থ না থাকিলে আমার গ্রন্থ রচিত হইত না—আমি অনেক বিষয়ে তাঁহার পরিকল্পনার অনুকরণ করিয়াছি। তাঁহার নিকট আমি অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ। যত দিন বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, তত দিন যোগীন্দ্রবাবুর মধুসূদনের জীবনী এবং তাঁহার দুইখানি কাব্য অমর হইয়া থাকিবে।"

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, '৺যোগীন্দ্র বাবুকে আমি আমার বাল্যকাল হইতে জানিতাম ও তাঁহার সহিত আমার বিশেষ পরিচয় ছিল। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের

ভাণ্ডারে যাহা দান করিয়াছেন, তাহা চিরদিন থাকিবে। তিনি কি প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, তাহা জানিতে পারা যায় তাঁহার ঐকান্তিকতা ও ধর্ম্মভাবপূর্ণ রচনাগুলি হইতে, আর তাঁহার সহৃদয়তাপূর্ণ ব্যবহারে। তিনি সকল সাহিত্যিককে আপনার জন মনে করিতেন। বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালী সাহিত্যসেবীকে তিনি এমনি ভাবেই দেখিতেন। বহুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কতিপয় বন্ধু-বান্ধবের উৎসাহে একটা বড় কাজে হাত দেন। তখন 'ভারতবর্ষ' বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বড় বড় মাসিক সাহিত্যের কর্ত্তৃপক্ষ তখন সাধারণ সাহিত্যিকগণকে তেমন সমাদর করিতেন না। অমূল্যবাবু সেই সময় 'সংকল্প' নামে এক মাসিক-পত্র প্রকাশ করিবার সংকল্প করিলেন। 'সংকল্পের' জন্ম সকল সাহিত্যিকের কাছেই লেখার জন্ম যাওয়া হইয়াছিল। 'সংকল্প' কার্য্যালয়ে অমূল্যবাবুর এড্ওয়ার্ড ইন্‌ষ্টিটিউশনে অনেক নব্য ও প্রধান সাহিত্যিকের বৈঠক বসিত। লেখার জন্ম যোগীন্দ্রবাবুর কাছে যাওয়া হইল। তিনি বিশেষ উৎসাহের সহিত লেখা দিতে সম্মত হইলেন—কিছু দিন পরে একটি রচনা পাঠাইলেন। তাহা তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'পর্ণকুটীর।' তারপর তিনি নিজে আসিয়া প্রবন্ধ দিয়া যাইতেন। আমি একবার সঙ্কটাপন্নভাবে পীড়িত হই। আমার পীড়ার সংবাদ পাইয়া তিনি আমার মানসগুরু স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া আমাকে দেখিয়া গিয়া প্রত্যহ ঔষধ ও পথ্যের নানারূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত মহাকাব্য ও জীবনী ব্যতীত 'দেববালা' নামক এক নাটক আছে। তাহা কলিকাতার ঠাকুরবাড়ীর 'মিলনী' ক্লাব কর্ত্তৃক প্রথম অভিনীত হয়। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই নাটকে এক ভূমিকায় অভিনয় করেন। 'গন্ধর্ব্ব-নগর' নামে তাঁহার এক প্রহসনও আছে। তিনি মাইকেল মধুসূদন-স্মৃতি-সমিতির সভাপতি ছিলেন। বহুকাল এই মহাকবির বার্ষিক স্মৃতি-সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। বার্দ্ধক্যবশতঃ তিনি এই সমিতির কার্য্য চালাইতে অক্ষম হওয়ায় তিনি স্বেচ্ছায় এই ভাণ্ডারের অর্থ পরিষদের হস্তে অর্পণ করেন। তদবধি পরিষৎ হইতে কবিবরের বার্ষিক স্মৃতি উৎসব করা হইতেছে।"

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস ও, এম্ বি, এফ সি এস্ বাহাদুর বলিলেন যে, যোগীন্দ্রবাবু যে ভাবে দেশবাসীর নিকট পরিচিত, তাহা কাহারও জানিতে বাকী নাই। আমার সহিত তাঁহার ৩০।৩৫ বৎসর পরিচয়। সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনি যে কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব। জীবনী লেখা সম্বন্ধে তাঁহার স্থান সর্ব্বোচ্চ বলিতে পারা যায়। যখন মাইকেলের জীবন-চরিত প্রকাশিত হইল, তখন দেশে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। তাহার আগে বাঙ্গালায় এমন তথ্যপূর্ণ বিচারসঙ্গত জীবনী কেহ লেখেন নাই। পৃথ্বীরাজ ও শিবাজী, এই কাব্য দুইখানি বাঙ্গালা সাহিত্যের অপূর্ব্ব সম্পদ্। স্বদেশী ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, স্বদেশী ভাব বজায় রাখিতে ও সেই ভাবে দেশের লোককে উৎসাহিত করিতে তিনি এই মহচ্চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন। গ্রন্থ দুইখানিই নীতি-মূলক। ইতিহাস ও সত্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ও তাহাতে উচ্চতর জাতীয় ভাবগুলির

সমাবেশ করিয়া তিনি এই দুইখানি গ্রন্থকে উজ্জ্বল করিয়াছেন। আমরা যথোচিতভাবে গ্রহণ করিলে বই দুইখানি পাঠে স্বদেশ-প্রীতিতে অনুপ্রাণিত হই। তাঁহাকে জানিবার আমার বিশেষ অবসর হইয়াছিল। তাঁহার সদালাপ, সৌজন্য, সচ্চরিত্রতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যাহাকে Gentleman অর্থাৎ প্রকৃত ভদ্রলোক বলে, তিনি তাহাই ছিলেন। বাঙ্গালা দেশের ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য তিনি সর্ব্বদাই বিশেষরূপে ভাবিতেন। তিনি পরিষদের প্রকৃত বন্ধু ছিলেন—ইহার উন্নতি দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইতেন। তিনি নিজ পাণ্ডিত্য, অভিজ্ঞতা ও চরিত্রগুণে এই কলিকাতার এক অতি উচ্চবংশীয় যুবকের শিক্ষার ও অভিভাবকতা করিবার ভার পাইয়াছিলেন। সেই যুবক অপর কেহ নহেন, আমাদের শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর। তিনি কেমন মানুষের মত মানুষ হইয়া উঠিয়াছেন—তাহা সকলেই জানেন। এমন সদনুষ্ঠান নাই, যাহার সহিত প্রফুল্লনাথ জড়িত নহেন। এমন মানুষ যাঁহারা গড়িতে পারেন, তাঁহাদের কাছে দেশ চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। মানুষ লইয়া জাতি ও জাতি লইয়া দেশ গড়িয়া উঠে এবং আমাদের একান্ত আশা যে, দেশে এমন মানুষ ঘরে ঘরে দেখিতে পাইব। যোগীন্দ্রবাবুর বিয়োগে দেশ ও পরিষৎ ক্ষতিগ্রস্ত—আমি ব্যক্তিগতভাবে এই বন্ধু বিয়োগে বিশেষ দুঃখিত।"

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন, ৺যোগীন্দ্র বাবু মহনীয়কীর্ত্তি পৃথ্বীরাজ ও শিবাজীর চরিত্র ও আখ্যান বঙ্গ-ভাষায় কাব্যাকারে রচনা করিয়া বঙ্গ-ভাষাকে উজ্জ্বল করিয়াছেন। তাঁহার মানব-গীতা সকলের পাঠ করা উচিত। তাঁহার অন্তরটা ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ ছিল। নীতি-কথা এবং মনুষ্যত্বের বিকাশ কি করিয়া হয়, অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় গুছাইয়া তিনি তাহা বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিয়োগে আমরা সকলেই বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত।

শ্রীযুক্ত চুণীবাবু জানাইলেন যে, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় অত্র অসুস্থ আছেন বলিয়া উপস্থিত হইতে পারিলেন না। অদ্যকার আলোচ্য বিষয়ের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি জানাইবার জন্ত আমাকে তিনি অনুরোধ করিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয়ের পক্ষে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় নিম্নোক্ত প্রস্তাব দুইটি পাঠ করিলেন। সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাব দুইটি গ্রহণ করিলেন।

প্রথম প্রস্তাব—"বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অকৃত্রিম সুহৃদ্, সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্য-সেবক ও সাহিত্য-বন্ধু যোগীন্দ্রনাথ বসু কবিভূষণ মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ-ভাবে শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতি-রক্ষার ভার এই সভা পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর অর্পণ করিতেছেন।"

দ্বিতীয় প্রস্তাব—"এই শোক-প্রস্তাব সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে তাঁহার পুত্র ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার বসু মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হউক।"

(খ) ৺অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, অধ্যাপক অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় শিক্ষিত-সমাজে

বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনি ছাত্রমহলে বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। জীবনে তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং সেই অর্থের সদ্ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভূত অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। এই বলিয়া তিনি শ্রীযুক্ত চুণীবাবুকে ৺অধরবাবুর বিষয়ে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলেন।"

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর বলিলেন,—"গত ৫০ বৎসর আমি স্বর্গীয় অধ্যাপক অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত পরিচিত ছিলাম। তিনি আমার সহপাঠী ছিলেন। জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউশনে ফার্ষ্ট আর্টস্ আমরা একত্রে পড়িতাম। ১৮৭৮ খৃঃ আমরা এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়াছিলাম। তাঁহার সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। এবং সেই বন্ধুত্ব এতাবৎ-কাল অক্ষুণ্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি কলেজে চাকরি করিবার সময়ে এবং ছাড়িবার পর, আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক ক্ষেত্রে এক সঙ্গে কাজ করিয়াছি। বাঙ্গালার শিক্ষক ও ছাত্র-সমাজে তিনি সুপরিচিত ছিলেন—তাঁহার অধ্যাপনার গুণে অনেক ছাত্র কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁহার পড়াইবার ভঙ্গী ও রীতি এমন সুন্দর ছিল যে, সকলেই মুগ্ধ হইতেন। তিনি ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন এবং ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় ইতিহাস বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বহুদিন ধরিয়া সিনেটের সদস্য ছিলেন। তিনি বার্দ্ধক্যবশতঃ নানা ব্যাধিতে কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহা সত্ত্বেও তিনি সিনেটের অধিবেশনে যোগদান করিতেন। স্কটিস্ চার্চ্চ কলেজের অধ্যাপকতা হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর, ঐ কলেজে এমেরিটাস্ প্রফেসার অব্ হিষ্ট্রী নিযুক্ত হন। তিনি জ্ঞানে যেমন বড় ছিলেন, চরিত্রে, সদালাপে ও সৌজন্যে সমাজে তেমনি উচ্চ স্থান পাইয়াছিলেন। কলেজের বেতন ব্যতীত তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির বিক্রয়-লব্ধ অর্থের দ্বারা তিনি প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। শিক্ষার জন্য বহু অর্থ দান করিয়াছেন। তিনি অনেক দরিদ্র ছাত্রকে সাহায্য করিতেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক অর্থ দান করিয়া 'অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লেক্চার' নামক একটি অধ্যাপকের পদ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি পরিষদের বিশেষ হিতৈষী ছিলেন। ইতিহাসের অনুসন্ধানের জন্য পরিষৎকে তিনি এক হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরলোকগমনে পরিষৎ, বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা দেশ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের পক্ষে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবি-ভূষণ মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব দুইটি উপস্থিত করিলেন,—

প্রথম প্রস্তাব—"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ হিতৈষী বন্ধু, সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, আদর্শ-চরিত্র অধ্যাপক অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই সভায় বিশেষভাবে শোক প্রকাশ করিতেছেন। স্বর্গীয় অধরবাবুর উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ভার এই সভা পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর অর্পণ করিতেছেন।"

দ্বিতীয় প্রস্তাব—"এই শোক-প্রস্তাব সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে অমরবাবুর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে জানান হউক।"

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া ঐ প্রস্তাব দুইটি গ্রহণ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীনিখিলনাথ রায়
সভাপতি।

স্থগিত তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন

১৮ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৪, ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯২৭, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫।০টা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি ও প্রতিষ্ঠাবান্ নাট্যকবি পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম এ মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ।

সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন, ক্ষীরোদ-বাবুর পরলোকগমনে বঙ্গের ও বঙ্গ-সাহিত্যের এবং বিশেষভাবে এই পরিষদের যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা অপূরণীয়। পরিষদ্ মন্দির সংস্কারাবস্থায় ছিল বলিয়া আমরা তাঁহার জন্ত ইহার পূর্ব্বে শোকসভা করিতে পারি নাই, তজ্জন্ত আমরা বিশেষ দুঃখিত। তবে কলিকাতা-বাসী সাধারণে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে যে ক্ষীরোদ-স্মৃতি-সভা করিয়াছিলেন, তাহাতে পরিষৎ যোগদান করিয়াছিলেন।

কুমারী শ্রীমতী শান্তিজল দেবী শ্রীমতী পরিমল দেবী-রচিত একটি সঙ্গীত গান করিলে পর, শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ক্ষীরোদবাবুর জীবনের কতিপয় ঘটনা উল্লেখ করিয়া একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, ৺ক্ষীরোদবাবু শ্রীযুক্ত বিজয়বাবুর বাড়ীতে বসিয়া দুই একখানি নাটক রচনা করিয়াছেন, তিনি বিজয়-বাবুকে বিশেষ স্নেহ করিতেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এল এবং শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ দাস মহাশয় 'নরনারায়ণ' হইতে কর্ণ ও পাঞ্চালীর কথোপকথন আবৃত্তি করেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়

৺ক্ষীরোদবাবুর 'মিলন' কবিতা আবৃত্তি করেন এবং শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এল ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ বি এল মহাশয় "প্রতাপাদিত্য" হইতে চণ্ডীবর ও বিজয়ার কোন কোন অংশ আবৃত্তি করেন।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় নিম্নলিখিত প্রথম প্রস্তাবটি উপস্থিত করেন,—

"বঙ্গীয় সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাবান্ সেবক, বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হিতৈষী সদস্য এবং সহকারী সভাপতি, সাধক পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যা-বিনোদ মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গের, বঙ্গ-সাহিত্যের ও বিশেষভাবে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ হইবার নহে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া সেই পরলোকগত মহাত্মার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছেন এবং তাঁহার পরিবারবর্গের নিকট পরিষদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।"

এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া শ্রীযুক্ত বিপিনবাবু বলিলেন, ক্ষীরোদবাবুকে ঘনিষ্ঠভাবেই জানিতাম—সেই স্বদেশী যুগ হইতেই প্রথম পরিচয়। তিনি আমাকে অতি আত্মীয় বলিয়াই মনে করিতেন। প্রতাপাদিত্য তাঁহার অদ্ভুত সৃষ্টি। যখন জাতির মধ্যে একটা ভাবের বন্যা আসিয়া পড়ে, তখন শিল্পিগণ কোন্ প্রেরণায় জাগিয়া উঠিয়া নূতন নূতন ভাস্কর্য্য শিল্পে, চিত্রে, কাব্যে, গাথায় দেশকে সমৃদ্ধ করিয়া তোলেন, তাহা বলা যায় না। ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রতাপাদিত্য, নন্দকুমার, পলাসীর প্রায়শ্চিত্ত লিখিয়া দেশের যুগ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। বক্তৃতা-মঞ্চে আমরা যাহা করিতে পারি নাই, নাট্যমঞ্চে ক্ষীরোদপ্রসাদ তাহা সম্ভব করিয়াছিলেন। নন্দকুমারে তিনি দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গালী মরিতে জানে। ক্ষীরোদবাবুর প্রতিভা—রক্তমাংসের নয়, একাদশ মনের নয়, সত্য প্রতিভা—যে বস্তুতে জীব শিব—সেই প্রতিভা—তাঁর সেই বস্তুর সন্ধান পাইয়া যে বিশ্বাত্মা তাঁর মধ্যে আপনার প্রয়োজনের জন্য কিছু কালের মত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহাকে প্রণাম। প্রায়শ্চিত্তে যাহা নাই—পদ্মিনীতে যাহা নাই—নরনারায়ণে তাহা আছে—এমন artisic presentation! এমনটা আর কোথাও পড়ি নাই। ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সংগ্রাম, এত জ্ঞান, স্নেহ,—আর কোথায় পাইব? নরনারায়ণের যে অভিনয় দেখিলাম, তাহাতেই মনে হয়, ক্ষীরোদবাবু এই একখানি পুস্তকের এই অধ্যায়টি লিখিয়া আর কিছু না লিখিলেও অমর হইয়া যাইতেন। তাঁহাকে আমার শ্রদ্ধা অর্পণ করিতেছি। তিনি যেন সেই প্রেরণা আমাদের মধ্য প্রেরণ করেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন, ক্ষীরোদবাবুর সঙ্গে আমার ৪০ বৎসরের আলাপ। তিনি আমার সখা ছিলেন। আমি তাঁহার সখ্যতা লাভ করিয়া গৌরবান্বিত। তাঁহার লেখা পড়িয়া তাঁহাকে বুঝিবার চেষ্টা করিলে চলিবে না—তাঁহাকে জানিতে পারিলে তাঁহার প্রত্যেক লেখার মধ্যে যে গূঢ় অর্থ আছে, তাহা জানিতে পারা যায়।

কবি বলিলে তাঁর ঠিক বর্ণনা হয় না—তিনি সাধকও ছিলেন। তাঁর প্রত্যেক লেখার ভিতর তাঁর সাধনার ভাব ও প্রেরণার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার সাধনায় তিনি মাতৃমূর্ত্তি প্রকট হইতে দেখিয়াছেন। তিনি বলতেন, মা বলে দিয়েছেন, তাই বলছি। তিনি বাঙ্গালাকে ও বাঙ্গালীকে বড়ই ভালবাসিতেন। মহারাষ্ট্রে শিবাজী উৎসব হইত; তিনি বলিতেন, বীরের পূজা করিতে পারে বীরে। আমাদের এই বাঙ্গালা দেশেই বীর আছে, তাকে খুঁজে বের করতে হবে—সে বাঙ্গালী, এই বাঙ্গালার মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। তাঁর ভিতর শক্তির লীলা দেখিবার জন্ত তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ডাকিলেন, জাগ ক্ষাত্র-শক্তি আর ব্রাহ্মণের হৃদয়। প্রতাপাদিত্য, শঙ্কর ও বিজয়া এক সঙ্গে দেখিলেই তাঁহার উদ্দেশ্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে। কি উদ্দেশ্যে তিনি এই সকল শক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা ভাবগ্রাহী মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন।

অতঃপর প্রথম প্রস্তাব গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় নিম্নোক্ত দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন।

"এই প্রথম প্রস্তাবের প্রতিলিপি অগ্যকার সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে তাঁহার পরিবার-বর্গের নিকট প্রেরিত হউক।"

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সুভাষবাবু বলিলেন, আমি সাহিত্যিক নই, সেই জন্ম এই পরিষদে বক্তৃতা করিতে আমি সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। বাঙ্গালা সাহিত্য যে গৌরবের জিনিষ, তাহা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করি। আমি মুক্তির সামান্ত উপাসক মাত্র। যে স্বর্গীয় মহাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাইতে আজ এখানে উপস্থিত হইয়াছি, তিনি একজন মুক্তির বড় উপাসক ছিলেন। সাহিত্যের গোড়া কোথায়? অভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যে জাতি জাগিয়া উঠে, তাহারাই সৃষ্টি করে সাহিত্য—সাহিত্যের সঙ্গে জাতির প্রাণের নিবিড় সম্বন্ধ। যে জাতি জাগে নাই, সে জাতি মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারে না। বাঙ্গালা দেশের গত ৩০।৪০ বৎসরের ইতিহাস পড়িলেই জানিতে পারা যায়, বাঙ্গালী সজাগ হইবার চেষ্টা করিতেছে। গত স্বদেশী যুগ হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যের নবরূপ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা সাহিত্যকে এরূপ নব নব রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা উপাসক ও সাধক। ভারতের যে জাগরণ আজ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নিদর্শন আধুনিক সাহিত্যে রহিয়াছে। এই সাহিত্য যাঁহারা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের স্থান খুব উচ্চে প্রাণ জাগাইতে হইলে পরশমণির দরকার হয়। সেই পরশমণির খোঁজ প্রাণের মধ্যেই মিলিবে—প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই মিলিবে। ক্ষীরোদ বাবুর লেখার মধ্যে আমরা ইহার তত্ত্বটুকু বিশেষভাবেই পাইয়াছি।

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম এ মহাশয় এই দ্বিতীয় প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, ক্ষীরোদবাবুর বিষয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে। এখন আমার যা সদাসর্ব্বদা চিন্তা, সেই হিসাবে দেখতে হবে, বিদেশীদের তুলনায় বাঙ্গালাদেশ ১৩০৫ বঙ্গাব্দ হতে কতখানি বেড়েছে। আমার এই চিন্তা হতে আমি বুঝেছি যে, ক্ষীরোদপ্রসাদ বর্ত্তমান জগতের অন্ততম পহেলা নম্বরের কবি। কেন? না, তিনি ছিলেন স্বদেশ-সেবক। যাঁহারা তাঁকে জানতেন, তাঁরা বলেন, তিনি

স্বরাজ-সেবক ছিলেন। আমাদের ক্ষীরোদপ্রসাদের কাব্যে এবং সাহিত্যে অনেক জিনিষ আছে। তার ভিতর একটা জিনিষ আছে, সেটা স্বদেশ সেবা ও স্বরাজ-সাধনার কথা। লোক দেশ-সেবক না হলেও কাব্যের ভিতর, সাহিত্যের ভিতর, উপন্যাসের ভিতর স্বদেশের কথা প্রচার করতে পারেন। কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদ নিজে স্বদেশসেবক ও স্বরাজ-সাধক ত বটেনই, তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাব্য-সাহিত্যে স্বরাজ সাধনার প্রেরণা হাজার হাজার ছড়িয়েছেন। ক্ষীরোদ বাবুর নাটকের চরিত্র-চিত্রণ অসাধারণ। এক এক নাটকে এক এক শ্রেণীর অদ্ভুত ও বৈচিত্র্যময় চরিত্রের সমাবেশ দেখা যায়। তাঁহার সৃষ্টি নূতন জিনিষ, মান্ধাতার আমলের পুরাতন জিনিষ আর আজকাল চলে না। যে কোন চরিত্র আসুক, যে-কোন গল্প বা ঘটনা আসুক, তাকে তিনি এমনভাবে দাঁড় করিয়ে দেবেন, যাতে প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা কবির গড়ন জ্ঞান বা রূপবিন্তা দেখতে পাব। মামুলি ধরণের চরিত্র-বিশ্লেষণ তাহাতে পাই না। তাঁর বিশেষত্ব দেখতে পাই নর-নারীর চরিত্রগুলিকে ভাঙ্গা গড়ায়। রামা-শ্যামা, আব্দুল ইসমাইল যে রকম ধরণের লোকই হউক না কেন, সেই লোকগুলোকে তিনি এমনভাবে গড়ে তুলবেন, যাতে পাঠকেরা তাঁর ওস্তাদি বুঝতে পারবে। এই ভাবে ডজন ডজন চরিত্র সৃষ্টি করে ক্ষীরোদপ্রসাদ অমরত্ব লাভ করেছেন। বাঙ্গালাদেশে ৫০।৬০ বছরের ভিতর যে সমস্ত লোক মানুষের মত মানুষ, বাপকো বেটা জন্মেছেন, তাঁরা সকলেই বলেছেন যে, যে দুনিয়াটা দেখছি, এটা কিছুই নয়; এই যে বাঙ্গালার নরনারী দেখতে পাচ্ছি, তাও কিছু নয়। বাঙ্গালা দেশ এমন হওয়া সম্ভব, যা এখন নাই। যা নাই, তা ঠিক। যা আছে, তা ঠিক নয়। এই হিসাবে এমন সব কতকগুলি লোক সৃষ্টি করা দরকার, যা বাঙ্গালা দেশকে, বাঙ্গালী জাতিকে অভিনবরূপে গড়ে তুলবে। এই মাপ-কাঠিতে আশুতোষ মানুষের মত মানুষ, বাপকো বেটা; কর্ম্মবীর চিত্তরঞ্জনও আর একজন বাপকো বেটা। আর সেই মাপ-কাঠিতেই বল্‌ছি যে, বাপকো বেটা ক্ষীরোদপ্রসাদের কাব্য-শিল্প একটা নূতন তাজা দুনিয়া সৃষ্টি করে গিয়েছে, আর সেই শিল্প-দুনিয়ার লোকগুলি যেন রক্তমাংসেরই জ্যান্ত নরনারী, ঠিক যেমন জ্যান্ত নরনারী আমাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ, বিভিন্নতাময় যুবক ভারত।

অতঃপর দ্বিতীয় প্রস্তাব গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিম্নলিখিত তৃতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—"বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে স্বর্গীয় ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পিত হউক।" তিনি বলিলেন যে, ক্ষীরোদবাবু পরিষদের প্রথম বর্ষ হইতেই সদস্য। বহুদিন ইহার কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন। তিনি পরিষদের বহু উপকার করিয়াছেন। এবং পরিষদের বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তাঁহার স্মৃতিরক্ষা পরিষদেই হওয়া যুক্তিযুক্ত।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন, ক্ষীরোদবাবুর সঙ্গে আমার বহু দিনের ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক ছিলেন। কিন্তু তিনি নীরস রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপকও ছিলেন। স্কটিস্ চার্চ্চ কলেজে এই শাস্ত্রের

অধ্যাপনা করিতেন: এই বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে আমার বহু আলোচনা হইয়াছে। তাঁর লেখা লোককে আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিল। সেগুলির অভিনয়ও হইয়াছিল—তার কারণ কি? তিনি রস ও রসান দিতে জানিতেন বলিয়া। তিনি লেখার দ্বারা স্বদেশ-প্রেম, স্বজাতিবাৎসল্য ও স্বদেশের অনুরাগ দেশের মধ্যে জাগাইয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন; কারণ, সেগুলিতে তিনি রসান দিতে পারিতেন। প্রতাপাদিত্যের সৃষ্টি তিনি করেন নাই। প্রতাপ-চন্দ্র ঘোষ মহাশয় 'বঙ্গাধিপপরাজয়' লিখিয়াছিলেন আগে। তার পর তিনি দেশকে জাগাই-বার জন্য 'প্রতাপ-চরিত্রের' অভিনব রূপ ও রসান দিয়াছিলেন। এই কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, পূর্ব্বতন লেখকদিগকে যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। স্বামী বিবেকানন্দ এ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। যাহাই হউক, ক্ষীরোদপ্রসাদ দেশকে যা দিয়া গিয়াছেন, তাহা অমূল্য। তিনি পরিষদের জন্য অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন। পরিষদে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজন ও অবশ্যকর্ত্তব্য।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সংশোধক প্রস্তাব করিলেন যে, ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টি-টিউটে যে স্মৃতিরক্ষার জন্য শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছিল, তাহার সহিত একযোগে পরি-ষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি স্মৃতিরক্ষার আয়োজন করুন। এই সংশোধক প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় মূল প্রস্তাব গৃহীত হইল।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, রাত্রি অনেক হইয়াছে, ক্ষীরোদ বাবুর বিষয়ে বলিয়া শেষ করা যায় না। তিনি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। ক্ষীরোদবাবুর পূর্ব্বে প্রতাপ ঘোষ মহাশয় বঙ্গাধিপপরাজয় লেখেন, রামরাম বসু প্রতাপাদিত্যচরিত লেখেন, সত্যচরণ শাস্ত্রী প্রতাপাদিত্য লেখেন। কিন্তু ক্ষীরোদবাবুর প্রতাপাদিত্য চরিত্রে নব্য আলোক দিয়া-ছেন, তাহাতে তাঁহার নাটকীয় প্রতিভার ক্ষতি হয় নাই, বরং বৃদ্ধিই হইয়াছে। এই কথা বলিয়া তিনি ক্ষীরোদবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সভাস্থলে পরিচিত করিয়া দিলেন।

শ্রীযুক্ত আশুবাবু তাঁহার ভ্রাতার জন্য এই মহতী সভার আহ্বানে পরিষৎকে এবং বক্তৃতাদির জন্য বক্তৃগণকে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় জানাইলেন যে, ৺ক্ষীরোদবাবুর তৈলচিত্র প্রস্তুত করিবার জন্য নিম্নলিখিত সভ্যগণ সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছেন। আর যাহা আবশ্যক হইবে, তাহা তিনি সংগ্রহ করিয়া দিবেন—শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায় ১০৲, শ্রীযুক্ত শৈলপতি বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৲, শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী মণ্ডল ১০৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু ১০৲, এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ১০৲ মোট ৫০৲। তৎপরে তিনি সভাপতি মহাশয়কে ও যাঁহারা এই অধিবেশনের কার্য্য পরিচালনে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার　　শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সহকারী সম্পাদক।　　সভাপতি।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

২৯এ মাঘ ১৩৩৪, ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫।০ টা।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। শোক-প্রকাশ—(ক) ডাঃ পশুপতিনাথ শাস্ত্রী এম এ, বি এল, পি-এচ্ ডি এবং (খ) বিজয়নারায়ণ আচার্য্য ভক্তিনিধি মহাশয়ের পরলোকগমনে, ৪। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৫। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত প্রভাচন্দ্র সিংহ এম এ, বি এল এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র সিংহ মহাশয়-প্রদত্ত বিষ্ণুমূর্ত্তি, ৬। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম এ মহাশয়-লিখিত "শঙ্কর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত" নামক প্রবন্ধ এবং ৭। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত দুইটি অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত খ পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। (ক) রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর জানাইলেন যে, পণ্ডিত পশুপতিনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে। তিনি তাঁহার প্রতিবেশী ছিলেন, তাঁহার পরিবারের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। সন্ধ্যার পরেও তিনি ভাল ছিলেন। হঠাৎ তাঁহার মাথার শিরা ছিঁড়িয়া গিয়া অবিরাম রক্তস্রাব হয় এবং আট ঘণ্টার মধ্যে অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। তিনি নানা বিষয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদকরূপে এই প্রতিষ্ঠানটি সুচারুভাবে চালাইয়া আসিয়াছেন এবং উহার গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছেন। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার হাতে গড়া জিনিষ—উহা তাঁহার প্রাণস্বরূপ ছিল। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন—নানা ভাষায় তিনি ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার স্বভাব চরিত্র সুন্দর ছিল। তিনি মৃদুভাষী। তিনি এই পরিষদেরও সদস্য ছিলেন। আরও শোকের বিষয় এই যে, তাঁহার বৃদ্ধা মাতা এখনও জীবিতা। তিনি দুই বৎসর হইল, তাঁহার অন্যতম পুত্র অময়নাথকে

হারাইয়াছেন। তিনি শয্যাশায়ী হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে সংস্কৃত ও বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইল। তিনি বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন—সকলেরই বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া ৺শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

(খ) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় ময়মনসিংহ, সহিলপুরনিবাসী ৺বিজয়নারায়ণ আচার্য্য কবিরত্ন মহাশয়ের মৃত্যুসংবাদ দিয়া ময়মনসিংহ সিমুলজানি 'বিজয়া চতুষ্পাঠীর' অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়-লিখিত উক্ত কবির বিষয়ে মন্তব্য ও জীবনী পাঠ করিলেন এবং শ্রীযুক্ত রামসুন্দর সরকার মহাশয়-লিখিত "কবি-পুষ্পাঞ্জলি" নামক কবিতা পাঠ করিলেন।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া ইঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করিলেন।

৫। হুগলী ভাস্তাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত প্রভাচন্দ্র সিংহ এম এ, বি এল এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র সিংহ মহাশয়-প্রদত্ত একটি বৃহৎ বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রদর্শিত হইল এবং তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৬। সভাপতি মহাশয় অদ্যকার প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম এ মহাশয়ের অনুপস্থিতির জন্য তাঁহার লিখিত "শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত" নামক প্রবন্ধ পাঠের জন্য শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ বাবু এই প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে তিনি বলিলেন,—"বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রবন্ধ সংকলনে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এই প্রবন্ধের সুবিন্যস্ত যুক্তিপরম্পরা পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্য আলোচনার অন্ধকারাচ্ছন্ন বন্ধুর পথে অন্ততঃ কিছু পরিমাণেও আলোক সম্পাত করিবে। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন কিংবা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়েরও ভুল হওয়া কিছু অসম্ভব নহে। তাঁহাদের হাতে যেরূপ উপকরণ ছিল, তাঁহারা তদনুরূপই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। এখন নব নব আবিষ্কারের ফলে অনেক পুরাণো মত-বাদ বিসর্জ্জন দিতে হইতেছে। তাহাতে কুণ্ঠা প্রকাশ নিরর্থক। লেখক যে পুথিখানি পাইয়াছেন, সময়ের হিসাবে সেখানি প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। সুতরাং আমরা এখন অসন্দিগ্ধচিত্তে বিজয় পণ্ডিতকে বিদায় দিতে পারি। মাথা নাই তার মাথা ব্যথা, ভদ্রলোকের অস্তিত্বই ছিল না, তা আবার কবির আসন! বিজয় পণ্ডিতের গাথা বীরভূমেও পাইয়াছি। সঞ্জয় সম্বন্ধে একটু সন্দেহ থাকিয়া গেল। ইনি নিতান্তই ধৃতরাষ্ট্রের সাংবাদিক সঞ্জয়—নামের

ভ্রম সংশোধন—পঞ্চত্রিংশ ভাগ, ২য় সংখ্যা সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকার সহিত প্রকাশিত কার্য্যবিবরণের ১৫ পৃষ্ঠায় ভ্রমক্রমে "কবে কোন্ কালে তুমি বসিবে পাশে।" এইরূপ ছাপা হইয়াছে। উহার স্থলে শুদ্ধ পাঠ এইরূপ হইবে,—"কবে কোন্ কালে তুমি বাসবের পাশে।"

ফেরে এ কালে মহাভারত-রচয়িতার পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন—এ কথা বলিবার মত প্রমাণ এ প্রবন্ধে আছে কি না, তাহা নির্দ্ধারণ করা শক্ত। তবে তিনি কোন পাচারী বা পদাবলীগায়ক, নিজের সুবিধার জন্য ত্রিপুরার মত পার্ব্বত্য অঞ্চলে কবীন্দ্রের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। লোকে কবীন্দ্রের পরিচয় না জানিয়া কবিযশঃ তাঁহারই উপর চালাইয়াছে, এ অনুমানের যথেষ্ট প্রমাণ লেখক দিয়াছেন। মোটের উপর, প্রবন্ধটি ভালই হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, তিনি আজ এখানে উপস্থিত নাই। তাঁহাকে এখানে পাওয়া গেলে আলোচনায় আরও অনেক বিষয় জানিবার সুবিধা হইত।"

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত বসন্তবাবু বিজয় পণ্ডিত, সঞ্জয় কবীন্দ্র, শ্রীকর নন্দীর মহাভারত বলিয়া যাহা যাহা প্রচলিত আছে, তাহা একই গ্রন্থ বলেন। উহাই পরাগলী মহাভারত। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতের সম্পাদন করার পরে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় উহাকে পরাগলী মহাভারতেরই অংশ বলিয়াছেন। 'বিজয় পণ্ডিত কথা'র স্থলে তিনি 'বিজয় পাণ্ডব কথা' পাঠ করেন। ঐ কথা পরাগলী মহাভারতের অনেক স্থলেই আছে। শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু সঞ্জয়ের মহাভারত স্বতন্ত্র বলেন। শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবু কিন্তু তাহাও পরাগলী মহাভারতই বলিতে চান। ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থের ঐক্য থাকিলেই যে তাহা মূলে একই গ্রন্থ, সকল ক্ষেত্রে এরূপ বলা চলে না। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি মূল কোন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ রচনা করিতেও পারেন। সুতরাং এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান করিয়া সিদ্ধান্ত করাই উচিত।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর বর্ত্তমান বর্ষের সংশোধিত আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, সদস্য—১। শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ গুহ রায়, ৪ সুরী কার্ট লেন; প্র—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, স—ঐ, সদ—২। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, ৩৮।২ এল্‌গিন রোড, প্র—ঐ, স—শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়, সদ—৩। শ্রীযুক্ত রমণীমোহন রায় এম এস্‌সি, ৭বি রাজেন্দ্রলাল ষ্ট্রীট, ৪। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বরাট এম এস্‌সি, ৩৩ গৌয়াবাগান লেন, ৫। শ্রীযুক্ত শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় বি এল,

এটর্নি, ২১ রামলাল মুখার্জ্জি লেন, মালখিয়া, হাওড়া, ৬। কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, ২০ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, ৭। শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ১১২ বলরাম দের ষ্ট্রীট ; প্র—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সম—ঐ, সদ—৮। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সেন এম এ, স্কটিশ চার্চ্চেস্ কলেজের অধ্যাপক, ২২ জয় মিত্র লেন, ৯। ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত এম এ, পি-এচ্ ডি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ১০। ডাঃ শ্রীযুক্ত আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, পি-এচ ডি, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ; প্র—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সম—ঐ, সদ—১১। শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত, ১১৫।৭ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, প্রঃ—শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দাস বি এল, সম—ঐ, সদ—১২। শ্রীযুক্ত অম্বিকাপ্রসন্ন সেন গুপ্ত এম এ, বি এল, উকীল, মেদিনীপুর, ১৩। শ্রীযুক্ত পি অমুজন আচারী, রামবর্ম্মা রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউটের সম্পাদক, ত্রিচুড়, কোচিন ষ্টেট ; প্র—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, সম—ঐ, সদ ১৪। শ্রীযুক্ত ভুজেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত, ২৭ গ্রে ষ্ট্রীট। প্র—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, সম—ঐ, সদ—১৫। শ্রীযুক্ত নির্ম্মল দেব এম এ জি, ৫৯।১ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট ; প্র—শ্রীযুক্ত নীরদবরণ চক্রবর্ত্তী, সম—ঐ, সদ—১৬। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সিংহ বি এ, ৭৯ বিশ্বেশ্বর ব্যানার্জ্জি লেন, হাওড়া ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, সম—ঐ, সদ—১৭। শ্রীযুক্ত রামশশী মিত্র বি এ, ৫৭ গিরিশ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর ; ১৮। শ্রীযুক্ত কুশীপ্রসূন চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, ৬৪ শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট, ভবানীপুর। প্র—ঐ, সম—শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ, সদ—১৯। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ এম এ, বি এল, অবসর-প্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ, ২৩।১।৩ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট ; প্র—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন পাল, সম—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়, সদ—২০। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায় চৌধুরী জমীদার, হরিপুর, দিনাজপুর, (১৭৩ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট), প্র—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, সম—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সদ—২১। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, নীলকণ্ঠপুর, ২৪পঃ। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু এম এ, সম—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, সদ—২২। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ পাল চৌধুরী, ৮৪এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট ; ২৩। শ্রীযুক্ত গগনচাঁদ বড়াল, ১৫ হিদারাম বানার্জ্জি লেন, ২৪। শ্রীযুক্ত পি, আর, যজ্ঞস্বামী আয়ার, ৬০ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, প্র—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, সম—শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম্ এ, সদ—২৫। শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ কুমার এম্ এ, করপোরেশনের কাউন্সিলার, ৩১, ৩১।১ বড়তলা ষ্ট্রীট, প্র—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ, এটর্নী, সম—ঐ, সদ—২৬। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রাম ও পোঃ সাড়াতলা, বর্দ্ধমান ; প্র—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সম—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, সদ—শ্রীযুক্ত জীবনতারা হালদার, ২২।১।১ বেণেটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা,—কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ, উপহৃত পুস্তক,—(১) ত্রিপুরা জেলার কথাভাষা ; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—(২) আসমান তারা, (৩) মমতার ফাঁসি ; শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সেন—(৪) সত্যব্রতের পরীক্ষা,(৫) বৃহন্নারদীয় পুরাণ , শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—(৬) গল্পগুচ্ছ, ২য় ভাগ, (৭) যোগবাণী বা সিদ্ধযোগোপদেশ, (৮) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গ (ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ), (৯) গিরিশচন্দ্র, (১০) উপাসিকা চরিত, (১১) মার্গত্রয় ; শ্রীযুক্ত দ্বিজবর দাস—(১২) সচিত্র রত্নতত্ত্ববারিধি ; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী চৌধুরী—(১৩) তীর্থের পথে ; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু—(১৪) মানস-কমল , শ্রীযুক্ত স্বামী রামানন্দ—(১৫) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপনিষৎ ১ম ভাগ , শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস—(১৬) শৈলজার কথা , শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র নাগ—(১৭)ডেপুটির জীবন , শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাশ গুপ্ত -(১৮) মালঞ্চের ফুল, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকুমার বসু—(১৯) জন্ম-শাসন, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ—(২০) প্রার্থনা-শতক, (২১) উপদেশামৃত, (২২) শ্রীশ্রীগৌর গীতাবলী; শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—(২৩) ঝুমুর বসমঞ্জরী, শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ নিয়োগী—(২৪) "বাঙ্গালী" নামের অর্থ কি ? ১ম খণ্ড, (আর্য্যাবর্ত্ত বা গৌড়), (২৫) ঐ, ২য় খণ্ড, (ব্রহ্মাবর্ত্ত বা মানভূম ও যজ্ঞদেশ বা দ্রাবিড়), শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সোম - (২৬) গ্রামের কাজের ক, খ, গ, ওরফে মোহমুদ্গর (শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত প্রণীত), শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র মিত্র—(২৭) সপ্তগ্রোস্বামী ; শ্রীযুক্ত শেখররঞ্জন মুখোপাধ্যায়—(২৮) বিদ্রোহী, (২৯) দেবর, (৩০) আলেয়া, (৩১) খুনিকে খুন, কলের পুতুল, (৩২) তস্কর ও ডাকাত, (৩৩) খোঁড়া (৩৪) রত্নদ্বীপ, (৩৫) চীনের জুজু, (৩৬) মায়ের প্রাণ, (৩৭) যুগের আলো, (৩৮) বিরাজ বৌ , শ্রীযুক্ত ননীলাল ভট্টাচার্য্য—(৩৯) বিষপান ; শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার ঘোষ—(৪০) হাডুডুডু , শ্রীযুক্ত সেখ কাদের বক্স—(৪১) বিলাতী আতসবাজী শিক্ষার পুস্তক, ১ম ভাগ , শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র দে- (৪২) জয়দেব; শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ করণ—(৪৩) খেজুরী বন্দর , শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ—(৪৪) আকাশ-কাহিনী, (৪৫) কুণ্ডলী কল্পতরু, (৪৬) দৃক্‌সিদ্ধিমূলক পঞ্জিকা সংস্কার নিবন্ধ, (৪৭) আদর্শ কোষ্ঠী, (৪৮) পাণিনি ১ম খণ্ড, (৪৯) ঐ ২য় খণ্ড ; শ্রীযুক্ত এ এন্ মিত্র—(৫০) শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ৪র্থ খণ্ড , শ্রীযুক্ত রমেশ বসু,—(৫১) হিন্দী বৈদ্যুত শব্দাবলী, (৫২) রাজনীতি শব্দাবলী, (৫৩) রসায়ন পরিভাষা , The Assistant Secretary to the Govt. of India, Dept. of Education—(৫৪) Antiquities of Indian Tibet Part (Volume) II. The Chronicles of Ladakh and Minor Chronicles , শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—(৫৫) On Heroes, Hero Worship (Thomas Carlyle) (৫৬) Discovery or Spirit and Service of Science, (৫৭) A Few Problems solved,(৫৮) A Short History of Rome, (৫৯)Revolutionary Biographies ; The Supdt. Govt. Press, Madras—(৬০) A Descrip-

tive Catalogue of the Sanskrit Mss. in the Govt. Oriental Manuscripts Library Madras, Vol. XXVI (Supplement), The Manager, Govt of India Central Publication Branch—(৬১) Records of the Geological Survey of India, Vol- LX. Part 3, 1927 (৬২) Annual Report of the Archaeological Survey of India 1924-25, (৬৩) Memoirs of the Archaeological Survey of India, No 30 [The Beginnings of Art in Eastern India with Special Reference to Sculptures in the Indian Museum, Calcttta], (৬৪) Do No 32 [Fragment of a Prajnaparamita from Central Asia]. (৬৫) Records of the Geological Survey of India, Vol LX Part 2, (৬৬) Statistical Tables relating to Banks in India, 1926 , The Registrar, Calcutta University—(৬৭) Report of the Students' Welfare Scheme (Health Examination Section) for the year, 1926 ; The Secretary, Jnan Mandal, Benares—(৬৮) Mir Kashim (in Hindi); The Secretary, Indian Science Congress,—(৬৯) Guide Book of the Indian Science Congress, Fifteenth Session, Calcutta, 1928, The Officer-in charge, Bengal Secretariat, Book Depot—(৭০) Council Proceedings, Official Report, Bengal Legislative Council, 27th Session, 1927.

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন

৫ই ফাল্গুন ১৩৩৪, ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৮, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী -সভাপতি।

বিষয়—"বলিদ্বীপ" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

বক্তা—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্।

সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপ প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া সে দেশের ভারতীয় সভ্যতা ও স্থাপত্য সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে মাল্যদান করিয়া সম্মানিত করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু বলিদ্বীপ বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন এবং বলিদ্বীপের, জনকলের

প্রাকৃতিক দৃশ্যের, ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পের, নানা উৎসবাদির ও লোকের চিত্র ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে প্রদর্শন করিয়া সকল বিষয় সুবিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিলেন।

সভাপতি মহাশয়কে ও বক্তাকে ধন্যবাদ দেওয়ার পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।
৪।৩।২৮

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন

১২ই ফাল্গুন ১৩৩৪, ২৫এ ফেব্রুয়ারী ১৯২৮, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬৷৹টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি।

বিষয়—"যবদ্বীপ" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

বক্তা—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু যবদ্বীপ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। তৎপরে যবদ্বীপের নানা দর্শনীয় স্থানের, উৎসবাদির, মন্দির প্রভৃতির ও নানা শ্রেণীর পুরুষ ও স্ত্রীজাতির চিত্র ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে দেখাইয়া তাঁহার বক্তব্য বিষয় ব্যাখ্যা করিলেন। চিত্র প্রদর্শনকালে শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সংগৃহীত যবদ্বীপের চারিখানি চিত্রও প্রদর্শিত হইল। তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

বক্তৃতার শেষে রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতি মহাশয়কে এবং শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবুকে ধন্যবাদ দিলেন এবং জানাইলেন যে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ মহাশয় ৪ঠা ও ১৮ই চৈত্র তারিখে বিশেষ অধিবেশনে ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে "কাম্বোডিয়ায় হিন্দু-সভ্যতা" এবং "যবদ্বীপে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রভাব" বিষয়ে চিত্র প্রদর্শন করিয়া বক্তৃতা করিবেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।
৪।৩।২৮

ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন

১৯এ ফাল্গুন ১৩৩৫, ৩রা মার্চ্চ ১৯২৮, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্ত এম এ, বি এল এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত দেশপূজ্য অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন যে, আজ আমরা স্বদেশপ্রাণ ও অধুনা বৈকুণ্ঠবাসী অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠার জন্য এই মন্দিরে সমবেত হইয়াছি। পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আজ বিশেষ কাজে লিপ্ত আছেন বলিয়া আসিতে পারেন নাই। এই জন্য তাঁহার সহকারী বলিয়া আমাকে এই আসনে বসিতে হইল। আমার যাহা বক্তব্য, তাহা চিত্র উন্মোচনের সময় বলিব।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার বি এ মহাশয় তাঁহার স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস মহাশয় বলিলেন, স্বর্গগত অশ্বিনীকুমার আমার পিতৃতুল্য, ধর্ম্ম ও কর্ম্মজীবনে আমার গুরু। তাঁহার সকল কর্ম্মপ্রচেষ্টার ভিত্তি ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি। রামমোহনের আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য সাহিত্য সেবা, সমাজ সংস্কার, রাজনীতিচর্চ্চা, সকল বিষয়েই ব্রহ্মজ্ঞান ও ঈশ্বরে ভক্তি তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল। তিনি ঈশ্বরগতপ্রাণ হইয়া দেশের নানা কাজে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। দেশের কাজ করিবার জন্য একদল মানুষ গড়িতে চাহিয়াছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি বরিশালে ব্রজমোহন কলেজ স্থাপন করিয়া নিজে ছেলেদের মানুষ হইতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। সত্য, প্রেম ও পবিত্রতাকে ভিত্তি করিয়া তিনি ছাত্রদের জীবন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ছিল। সত্যপ্রতিষ্ঠা ও লোকহিতকর কাজের জন্য তিনি নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। স্বদেশী যুগে তিনি বিনাবিচারে জেলে গিয়াছিলেন। তিনি প্রেমের সহিত সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতেন। ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত, সকলেরই তিনি বন্ধু ছিলেন। যুবকগণ তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিলে মানুষের মত মানুষ হইতে পারিবেন—আমি তাঁহাদিগকে সেই অনুরোধই করিতেছি।

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন, অশ্বিনীকুমার দেশের প্রকৃত রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। বাঙ্গালার রাজনৈতিক গগনে তিনি ভাস্কর ছিলেন। তিনি নিজেকে কখন জাহির করিবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন না। তাঁহাকে বক্তৃতামঞ্চে দেখি নাই—বক্তৃতার স্পর্দ্ধা তিনি করিতেন না। তিনি দূরে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া নীরবে কাজ করিতে ভাল বাস-

তেন। তাঁহাতে যে গুণরাশি ছিল, তাহা অন্যত্র দুর্লভ। তিনি অর্থকরী বিদ্যা শিখিয়াও অর্থলাভের কোন পন্থাই অবলম্বন করেন নাই। তিনি অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যবহারাজীবী ছিলেন। তাহা সত্ত্বেও তিনি শ্রীরামপুরে ইউনিয়ন স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তারপর দেশে গিয়া ব্রজমোহন কলেজে শিক্ষকতা করেন—দেশের যাহারা আগামী, তাহাদের চরিত্রগঠনে ও দেশসেবার মন্ত্রদানে জীবন উৎসর্গ করিলেন। দেশে তিনি শিক্ষাদানে ব্যাপৃত থাকিতেন, ছাত্রগণ দ্বারা সর্ব্বদাই পরিবৃত হইয়া থাকিতেন—ইহাতেই তাঁহার সুখ ও আনন্দ। তিনি শুধু শিক্ষক ছিলেন না—তিনি লোকশিক্ষক Teacher of Humaity ছিলেন। 'মাধবীকঙ্কণ' উৎসর্গ-কালে রমেশচন্দ্র সুরেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন,—'তুমি যে পথে গিয়াছ, তাহা মহত্তর।' বঙ্গদেশের মধ্যে শিক্ষার এত আদর ও প্রসার এক অশ্বিনীকুমারের চেষ্টাতেই হইয়াছিল। তিনি শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের সেবাধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এই সেবার দ্বারা তিনি দেশের আপামর সকলকে আপনার করিয়াছিলেন—অস্পৃশ্যদের সঙ্গে, নমঃশূদ্রদের সঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে বিভোর হই-তেন। রামচন্দ্র যেমন গুহককে কোল দিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ অস্পৃশ্যদের কোল দিয়া আপনার করিয়াছিলেন। তিনি সকলকেই সমান দেখিতেন—সকলের মধ্যে শ্রীভগবানের বিভূতি দেখিতেন। রাজনীতি আমাদের ধর্ম্মনীতি। আজকালকার রাজনৈতিক ভেল্কিবাজী আপাত-দৃষ্টিতে সকলের মনোহরণ করিতে পারে, কিন্তু তিনি রাজনীতিকে ধর্ম্মনীতিই মনে করিতেন ও সেই ভাবেই তাহার চর্চ্চা করিতেন। তিনি শ্রদ্ধানিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বরিশালকে তথা বঙ্গদেশকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি চরিত্রমাধুর্য্যে ও আপনার ভাবের দ্বারা দেশকে অনুপ্রাণিত করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গদেশে তাঁহার মত ব্যক্তিত্বের স্ফূরণ আর কাহারও হয় নাই। আজ তাঁহার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাইতে পারিয়া, তাঁহার পার্থিব চরিতকথা কীর্ত্তন করিতে পাইয়া আমি ধন্য হইলাম। বঙ্গদেশে তাঁহার অবদান লুপ্ত হইবার নহে।

মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন, অশ্বিনীবাবুকে বিশেষ-ভাবেই আমি জানিতাম। ভগবদ্বিশ্বাস তাঁহার অচল ছিল। তাঁহার মত স্বদেশপ্রেমিক আমাদের দেশে ছিল না। তিনি প্রকৃত জাতীয়তা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, ভার-তের প্রাচীন সভ্যতা সত্ত্বেও প্রকৃত সমাজসেবার অভাবে দেশ স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিতেছে না। আমি বিলাতে দেখিয়াছি, তাহাদের স্বদেশভক্তি অন্যরূপ, তাহারা সকলের উপরে নিজের দেশ-সেবাকে বড় বলিয়া ভাবে। তাহারা বলে, England first, I afterwards. সেখানে তাহারা তাহাদের ভ্রাতাভগিনীদের জন্য যেমন আগ্রহের সহিত ভাবে, আমাদের দেশে সেরূপ দেখা যায় না। তাহারা নিজেদের দেশের লোকের রোগ শোক দুঃখে যেরূপ পরস্পর সাহায্য করে, আমরা সেরূপ করি না। তাহাদের spirit of civic service ও social service অনুকরণীয়। আমাদের দেশের লোকের পীড়া হইল ত বিদেশী ডাক্তার আনিয়া তাহার চিকিৎসা করিবার ব্যবস্থা করা হইল। আমরা কেবল 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করিয়া

ও কতকগুলি বাহানুষ্ঠান করিয়াই স্বদেশ ও স্বজাতি সেবার পরিচয় দিয়া থাকি। অশ্বিনীবাবু প্রকৃতই স্বদেশ ও স্বজাতির সেবা করিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন। যতদিন ভারতবাসী অশ্বিনী-বাবুর মত প্রকৃত জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত না হইবে, তত দিন পর্য্যন্ত ভারত পরাধীন থাকিবে। কেবল 'বন্দে মাতরম্' বলিলেই দেশ স্বাধীন হইবে না।

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর বলিলেন যে, আজ মনে করিয়াছিলাম যে, পরিষদের এই ছোট হলে অশ্বিনীকুমারের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবার জন্য এত লোক হইবে যে, সকলকে স্থান দিতে পারা যাইবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহা হইল না। এমনি করিয়া আমরা আনন্দ-মোহন, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে ভুলিতে বসিয়াছি। যাঁর নাম করিলে দিন ভাল যায়, সেই অশ্বিনী-কুমারের নামে আজ লোকসমাগম এত কম। অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে গোয়ালন্দে আমার প্রথম পরিচয়। আমি তখন সেখানে স্কুলের শিক্ষক, আর তিনি তখন Executive ও Judicial Agitation এর সভা করিতে গিয়াছেন। আমার কুটীরেই তিনি উঠেছিলেন। সেখানে আগে ত মনোমোহন, আনন্দমোহন, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি মহাত্মগণ পায়ের ধূলা দিয়া-ছেন। অশ্বিনীকুমার এক ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের সংসারের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠতা পাতিয়ে ফেলি-লেন যে, সে কথা মনে হলে তাঁর স্বভাব ও চরিত্রের উচ্চতায় মাথা স্বতঃই নত হইয়া আসে। তিনি সেই সময় মামলা ছাড়িয়া দেশ মাতৃকার সেবায় ব্রতী হইয়াছেন। পরে তিনি বাঙ্গালার Uncrowned King হইয়াছিলেন। তিনি আত্মজয় করিয়া দেশবাসীর চিত্ত জয় করিয়াছিলেন। সেখান হতে তিনি আসিবার সময় আমার মা তাঁকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন—'বাবা, দেশজয়ী হও।' তিনি বলিলেন—'মা, আত্মজয়ী হও বলুন।' মা বলিলেন, 'বাবা, আত্মজয়ী না হইলে দেশ-জয়ী কেহ হতে পারে না।' আমি একমাত্র অশ্বিনীকুমারকেই আত্মীয় অনাত্মীয় সকলকেই আপন করিয়া লইতে পারিতেন বলিয়া জানি।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন যে, অশ্বিনীবাবু চিরদিন স্বদেশ-সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দেশসেবার তুলনা নাই। এ বিষয়ে আমি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রবাবু যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সহিত একমত। কিন্তু তিনি যে বলিয়াছেন, আমরা নিজেদের ভ্রাতা ভগিনীদের সেবা করিতে জানি না বা করি না, সে বিষয়ের আমি তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি। তিনি বিলাতে সেই সেবার যে ছবি দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন। বিলাতে তিনি যে social service দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহার অর্থ abstract সেবা। আমা-দের সে প্রেম, সে সেবা শিখিবার জন্য বিলাত যাইতে হইবে না। দেড় শত বৎসর আগে আমা-দের দেশে আতুরাশ্রম, রাস্তাঘাট, দীঘি পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, পান্থশালা প্রভৃতি জনহিতকর অনুষ্ঠান-গুলি মুসলমান রাজাদিগের আমলেও ছিল। এখনও দেশে দেশে আমাদের মেয়েরা সেবাপরায়ণা। তাহাদিগকে ঐ বিদ্যা শিখিতে বিলাত যাইতে হয় না। এই সব ছোটখাট দেশহিতকর কাজ এখনও গ্রামবাসীরা সাধ্যমত করিয়া থাকে। এখনকার মত তখন দেশে দেশে মিশনারী যোদ্ধা পাঠাইয়া তাহাদিগকে বুঝিয়া দেওয়া হইত না। দেশের লোকের এখনও সদ্গুণ আছে, কিন্তু সে শক্তিকে

চাপা দিবার চেষ্টা হইয়াছে ও প্রতিনিয়তই হইতেছে। সুরেন্দ্রবাবু অবশ্যই এ সব কথা ভাল রকমই জানেন। আমিও বিলাতে কিছুদিন ছিলাম। সেখানে এক সময়ে এক গ্রামে মশার আধিক্য হয়। সকলে মিলিয়া হৈ চৈ করিয়া পার্লামেণ্ট পর্য্যন্ত তোলপাড় করিয়া মশা তাড়াইবার ব্যবস্থা করিল। এখানেও ত সেই ইংরাজ আছেন—কই, তাঁরা ত এদেশের দুঃখ দূর করিতে যে বিশেষ ব্যগ্র, তা দেখা যায় না। তা যাহাই হউক, আমাদের নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। নানা পারিপার্শ্বিক ঘটনাপরম্পরা সমবায়ে আমাদের মধ্যে ভাবের অভাব ঘটিয়াছে। সেই ভাবের হাওয়া বদল করিতে হইবে। আমাদের দেশ গরীব হইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থায় মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের মহদ্দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আমাদিগকে ফিরিয়া দাঁড়াইতে হইবে। তাঁহার সেবাব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। তবেই আমাদের জীবন সার্থক হইবে।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন, মানুষ বাঁচে, আবার মরে, কিন্তু যাঁহার কীর্ত্তি বজায় থাকে, তিনি অমর। অশ্বিনীকুমার মরেন নাই। তাঁহার কীর্ত্তি তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। তিনি আদর্শচরিত্রের লোক ছিলেন। পরের মুখাপেক্ষী না হইয়া যে নিজেদের ভাই-বোনের সেবা করিতে পারা যায়, তাহা তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি বরিশালের হইলেও তাঁর কার্য্য ও তাঁর প্রভাব বঙ্গদেশের সব জেলায় ধাক্কা দিয়াছে। এই বলিয়া তিনি একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

তারপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন, অশ্বিনীকুমার শিক্ষক ছিলেন ও ব্রাহ্মণপ্রকৃতির লোক ছিলেন। আজকালকার বিদ্যালয়গুলি যেন বিদ্যাবিপণী—উচিত মূল্যের বিদ্যা পাওয়া যায় না। এখন ছাত্রদের উপর যে কর ও শুল্ক আদায় করা হয়,সে পরিমাণ বিদ্যা তাহাদিগকে দেওয়া হয়না। প্রাচীন কালের আদর্শে তিনি শিক্ষা দিতেন—তখনকার বিদ্যালয় বিদ্যামন্দির ছিল। শ্রী, সংযম, সম্ভ্রমের সহিত, ভয়ের সহিত বিদ্যাদান করা হইত। কিন্তু এখন আমরা বিদ্যালয় হইতে বিদ্যা ক্রয় করিতেছি। অশ্বিনীবাবু বিদ্যাদান করিতেন। তিনি খুব সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার ভক্তি-যোগ পড়িয়া আমার চিত্ত তাঁহার প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়। পুস্তকখানিতে জ্ঞাতব্য ও চিন্তয়িতব্য অনেক জিনিষ আছে। এখানি তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান বলিতে পারা যায়, হৃদয়ের রক্তকে কালী করিয়া তিনি এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। আন্তরিকতায় পূর্ণ এই বইখানি। তিনি ভক্তিতত্ত্বকে সাক্ষাৎ করিতে পারিয়াছিলেন। রাজনীতিক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠতার সহিত তাঁহার সহকারিতা ও সহযোগিতা করিবার আমার সুযোগ হইয়াছিল। তিনি রাজনীতিতে সুবিধাবাদী ছিলেন না, যদা যেমন, তদা তেমন—এ ভাবের পোষকতা তিনি করিতেন না। তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল success। সত্য, প্রেম, পবিত্রতা, দৃঢ়তা—তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদাই সজাগ ছিল। তাঁহাকে তাঁহার Principle হইতে কেহ হটাইতে পারে নাই। তাঁহার দার্ঢ্য ছিল অপূর্ব্ব,তিনি যাহা ভাল বিবেচনা করিতেন—যাহা সঙ্গত ও ধর্ম্মানুমোদক মনে করিতেন, তাহা সাধন করিতে প্রলয় উপস্থিত হইলেও তিনি পশ্চাৎপদ হইতেন না। আমার বিশ্বাস, তাঁহার মত জীবের ইচ্ছা-ভিন্ন জন্ম হয় না। খাঁটি স্বদেশপ্রেমে তিনি মাতোয়ারা ছিলেন—তাঁহার দেশমাতৃকার সেবায় কোন

মলা ছিল না। আমার মনে হয়, তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে না যাইলেই ভাল হইত, রাজনীতির বদ্ধ ও দূষিত বায়ুতে না গেলে দেশের আরও মঙ্গল হইত। তিনি মুক্ত বায়ুর লোক ছিলেন। আমাদের নিরাশ হইবার কোনই কারণ নাই। কেন না, বিধাতা আমাদের এই অধঃপতনের দিনে এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তাঁহাকে আমাদের মধ্যে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় মুক্ত-প্রাণ ব্যক্তিকে পাঠাইয়া আমাদের প্রতি তিনি বিমুখ নহেন, তাহা তিনি জানাইয়া দিয়াছেন। এই বলিয়া তিনি চিত্রের আবরণ উন্মোচন করেন।

সভাপতি মহাশয় অশ্বিনীবাবুর চিত্র দানের জন্য পরিষদের পক্ষ হইতে অশ্বিনীবাবুর সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত সরলকুমার দত্ত ও শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দত্ত মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

তৎপরে রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

২০এ ফাল্গুন ১৩৩৪, ৪ঠা মার্চ্চ ১৯২৮, রবিবার, সন্ধ্যা ৬টা।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধপাঠ—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয়-লিখিত "সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে বাঙ্গালা পুথি" এবং ৫। বিবিধ।

পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভার কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে সভাপতি মহাশয় বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, বঙ্গদেশের অন্যতম প্রবীণ পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে কাশীধামে অবস্থানকালে দেখিয়াছি। তাঁহার শেষ বয়সে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছি ও তাঁহার "ধর্ম্মব্যাখ্যা" পড়িয়াছি। এতদ্ব্যতীত 'বঙ্গবাসী'তে তাঁহার বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ শাস্ত্রালোচনা পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি বিশেষ চিন্তাশীল ছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সময় সনাতন ধর্ম্মের প্রচারের জন্য তিনি সর্ব্বত্রে বক্তৃতা করিয়া দেশবাসীকে সনাতন ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ করিয়াছিলেন

পারিয়াছিলেন। সেই সময় কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয়ও হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন। ইঁহাদের বক্তৃতাশক্তি অসাধারণ ছিল। তিনি ধর্ম্মরক্ষার জন্য অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন। তিনি একাধারে তপস্বী, বাগ্মী, সুলেখক ও সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁহার অভাব দেশবাসী বিশেষভাবে অনুভব করিতেছে।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন, তর্কচূড়ামণি মহাশয় বাঙ্গালাদেশের গৌরব ছিলেন। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিত মহলে তাঁহার নাম উজ্জ্বল ছিল। তখনকার ইংরাজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা দূর করিতে তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সেই চেষ্টা সফল হইয়াছিল। তিনি ও পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (কৃষ্ণানন্দ স্বামী) এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিলে দেশের বিশেষ অমঙ্গল হইত। মহাত্মা রামমোহন রায় যেমন খৃষ্টধর্ম্মের প্রথম অভিযান রোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহারাও সেইরূপ হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি একজন প্রকৃত সাধক ছিলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সাধনায় নিরত থাকিয়া জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান আচরণ দ্বারা তিনি দেশে একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তন্ত্রবক্তা শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয়ও বাগ্মী ছিলেন। এই তিন জনে বক্তৃতাশক্তির দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার শক্তি দেখাইয়া গিয়াছেন—বাঙ্গালা ভাষাকে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবার অবসর পাইয়া আমি ধন্য হইলাম।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বিষয়ে যে সকল কথা বলা হইল, তাহা বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে। তিনি হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্দীপনের চেষ্টা দ্বারা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে পণ্ডিত ও বিখ্যাত বাগ্মী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব বাগ্মিতা, গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচারশক্তি দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তিনি যে সভায় বক্তৃতা দিতেন, বহু শিক্ষিত লোক সে সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে আমি এই কথা বলিতেছি। আমি তখন ছাত্র ছিলাম। সাধারণ সভাসমিতিতে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্দীপন সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়া প্রচলিত আনুষ্ঠানিক হিন্দু পূজাপদ্ধতি যুক্তি ও বিচার দ্বারা সমর্থন করিতে তাঁহার মত দ্বিতীয় ব্যক্তি বাঙ্গালাদেশে তখন আর কেহ ছিলেন না। তিনি কলিকাতায় আসিয়া ধর্ম্ম প্রচারে হস্তক্ষেপ করেন। "বঙ্গবাসী"র উদ্যোগে ও যত্নে তিনি দেশে বিশেষ ভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার বিশেষত্ব এই ছিল যে, তিনি প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মমত ও আচার অনুষ্ঠানগুলি (যাহার বিরুদ্ধে সেই সময়ে দেশে বিপুল আন্দোলন, আলোচনা চলিতেছিল) যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা যুক্তিদ্বারা প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্মের বক্তৃতা নানা স্থানে প্রায় প্রত্যহই হইত। তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের আন্দোলনের ফলে সাধারণ শিক্ষিত হিন্দুদের মনে সনাতন ধর্ম্মে অনাস্থার ভাব, অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধার ভাব আর বৃদ্ধি পাইতে পারে নাই। তিনি সেই স্রোত রোধ করিতে অনেকটা সমর্থ

হইয়াছিলেন। হিন্দুদিগের প্রচলিত বার মাসে তের পার্ব্বণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়া তাঁহার বক্তব্য বিষয়গুলি সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইতেন। কিন্তু তাঁহার সেই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাসমন্বিত অভিমতগুলি গ্রহণ করিতে অনেকের আগ্রহ দেখা যায় নাই। এই ভাবে তিনি বাঙ্গালাদেশে তাঁহার সময়ে প্রকৃত ভাল কাজ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার মত আর একজন বাগ্মী সে সময় হিন্দুধর্ম্মের প্রচারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন বা কৃষ্ণানন্দ স্বামী। তখন দেশে তাঁহাদিগের এই প্রচারকার্য্যের প্রয়োজনও বিশেষভাবে অনুভূত হইয়াছিল। তিনি ও তর্কচূড়ামণি মহাশয় ২।২॥০ ঘণ্টা অবিশ্রাম বক্তৃতা করিতে পারিতেন—এক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহাদের চিন্তা বা বক্তৃতার স্রোত মন্দীভূত হইতে দেখা যাইত না। তাঁহাদের নিকট বাঙ্গালার হিন্দুসম্প্রদায় চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিবে। আমার সঙ্গে তাঁহার অনেকবার দেখা হইয়াছে; তাঁহার আন্তরিক স্বধর্মনিষ্ঠার পরিচয় বাহিরের কার্য্যকলাপে যথেষ্ট পাওয়া যাইত তাঁহার পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে। অতঃপর সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত মহাত্মার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলেন।

শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম-এ মহাশয় জানাইলেন যে, চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যাপক ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীগোপাল বসু মল্লিক লেক্‌চারার নলিনীকান্ত দত্ত এম-এ, পি-এইচ ডি মহাশয় সম্প্রতি ৫৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, আর একটি শোকের সংবাদ আমরা সম্প্রতি পাইয়াছি। রায় পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল বাহাদুরের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি সাব-জজ ছিলেন, পরে জেলার জজ হন। তৎপর রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দেশের কাজে বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করেন। বিশেষ উৎসাহের সহিত তিনি পরিষদের কার্য্যে যোগদান করিতেন, পরিষদের অনেক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়া গিয়াছেন। তিনি অনাথ আশ্রমের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন। পরিষৎ এই সহৃদয় বন্ধুর বিয়োগে বিশেষ দুঃখিত।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, ৺পঙ্কজ বাবুর সহিত শান্তি-সমিতি, কলিকাতা অনাথ আশ্রম (Calcutta Orphanage), এই পরিষৎ—এইরূপ নানা সদনুষ্ঠানে এক সঙ্গে কাজ করিয়াছি। যশোহরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সময় তিনি তথাকার জজ ছিলেন; সেই সময়ে তিনি আমাদের অনেককে ডাকিয়া তাঁহার বাড়ী লইয়া গিয়া বিশেষ আপ্যায়িত করেন। তিনি আদর্শ-চরিত্রের লোক ছিলেন। যে যে অনুষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন, সেই সকল অনুষ্ঠানই তাঁহার অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তাঁহার ন্যায় অমায়িক, শিক্ষা ও অনুষ্ঠানপ্রেমিক আজকাল বিরল। তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া আমি নিজেকে বিশেষ গৌরবান্বিত মনে করিতাম।

শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয় জানাইলেন যে, ৺পঙ্কজবাবু সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদেও যোগদান করিতেন। তিনি সেখানে সংস্কৃত ভাষায় আধুনিক সাহিত্য

কি কি বাহির হইয়াছে, তাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন এবং সেগুলি পড়িতেও ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি এডুকেশন গেজেটে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন।

১। তৃতীয় মাসিক এবং চতুর্থ ও পঞ্চম বিশেষ অধিবেশনে কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহার দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয় তাঁহার "সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে বাঙ্গালা পুথি" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া বলিলেন যে, প্রবন্ধোক্ত অনেক পুথি আমাদের এই পরিষদে নাই। বাঙ্গালা প্রাচীন সাহিত্যের ক্রমবিকাশের আলোচনার পক্ষে এই প্রবন্ধ বিশেষ উপযোগী হইবে। পরিষৎ সাহিত্য-পত্রিকায় ইহা প্রকাশিত হইলে আলোচনার বিশেষ সুবিধা হইবে।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ; সদস্য ১। শ্রীযুক্ত লতিকা বসু বি লিট, ৭৬ আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড; প্র—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল, স—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর, সদ—২। শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্ত এম্ এ, বি এল, বরিশাল, ৩। শ্রীযুক্ত সরলকুমার দত্ত এম্ এল সি, বরিশাল, ৪। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দত্ত এম্ এ, ব্যারিষ্টার, ৭৫ আশু বিশ্বাস রোড, ভবানীপুর; প্র—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, স—ঐ, সদ—৫। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী এম এ, ১০।১এ লক্ষ্মী দত্ত লেন; প্র—শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ, স—ঐ, সদ—৬। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ, 'বসুমতী'র সহকারী সম্পাদক, ২৭ হ্যারিসন রোড।

খ—উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা,—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, উপহৃত পুস্তক,—১। ভূদেবচরিত, ৩য় ভাগ, (২) দেবীমাহাত্ম্য বা শ্রীশ্রীচণ্ডীর কথা, (৩) দ্বিজেন্দ্র গ্রন্থাবলী ১ম-২য় ভাগ, (৪) কুন্তলীনের পুরস্কার ১৩৩৪, (৫) তরুণ বাঙ্গালী, (৬) অকাল কুষ্মাণ্ডের কীর্ত্তি, (৭) পাগলা ঝোরা, (৮) কমলাকান্তের

পত্র, (৯) ঈশ্বরের স্বরূপতত্ত্ব ও প্রার্থনা, (১০) মহাত্মা গান্ধী, (১১) শ্রীভগবৎকথা, (১২) বিশ্ব-ত্রাতা ; শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ শীল—(১৩) ইলাবতী নাটক , শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ মল্লিক—(১৪) উপদেশ সাহস্রী, (১৫) সামবেদসংহিতা, আগ্নেয় পর্ব্ব, (১৬) ঐ, আরণ্যপর্ব্ব, (১৭) ঐ, ঐন্দ্র পর্ব্ব, (১৮) ঐ, পবমান পর্ব্ব, (১৯) ধর্ম্মসমন্বয় ১ম ভাগ, (২০) ঐ, ২য় ভাগ, (২১) ঐ, ৩য় ভাগ, (২২) ঐ, ৪র্থ ভাগ, (২৩) সূর্য্যনারায়ণতত্ত্ব, (২৪) ভাগবতসার ; শ্রীযুক্ত সরলকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দত্ত এবং শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্ত—(২৫) ভক্তিযোগ, (২৬) কর্ম্মযোগ, (২৭) প্রেম, (২৮) মহাত্মা অশ্বিনীকুমার, (২৯) অশ্বিনীকুমার দত্ত , The Manager, Govt. of India, Central Publication Branch—(৩০) Scientific Report of the Agricultural Researches Institute, Pussa, 1926—27 ; শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ মল্লিক —(৩১) Mandukyopanisat, (৩২) God in the Universities , শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ—(৩৩) Specimens of Muslim Calligraph in the Ghosh Collection, Calcutta ; The Secretary, Smithsonian Institution,—(৩৪)Contributions to Fox Ethnology, (৩৫) Annual Report of the Smithsonian Institution for 1926.

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

২৭এ ফাল্গুন ১৩৩৪, ১১ই মার্চ্চ ১৯২৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০টা।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। শোকপ্রকাশ—৺পণ্ডিত শশধর তর্ক-চূড়ামণি মহাশয়ের পরলোকগমনে, ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়-লিখিত সরস্বতী (দ্বিতীয়াংশ) নামক প্রবন্ধ, এবং ৬। বিবিধ।

পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই-ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে সভাপতি মহাশয়, লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের পরলোক-গমন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিয়া বলিলেন যে, লর্ড সিংহ মহোদয় দেশ-বিদেশে স্বজাতি ও স্বদেশের মান বৃদ্ধি করিয়াছেন। তিনি ভারতীয়গণের মধ্যে প্রথম দেশ-শাসকরূপে বিহার ও উড়িষ্যার গদিতে বসিয়াছিলেন। তাঁহার অমায়িক স্বভাব, রাজকার্য্য ও আইনঘটিত তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধির জন্য তিনি সকলেরই পূজিত হইয়াছিলেন এবং ভক্তি ও ভালবাসা অর্জ্জন করিয়া-ছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনে দেশের যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। এই বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত মন্তব্য পাঠ করিলেন,—

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব উৎসাহী সদস্য, বঙ্গের—তথা ভারতের মুখোজ্জ্বলকারী সুসন্তান, দেশের চিরসুহৃদ ও হিতৈষী, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে বহু সম্মান-ভাজন, বৃটিশ জাতি ও বৃটিশরাজ কর্ত্তৃক সর্ব্বোচ্চ উপাধিবিভূষিত, দেশনায়ক ও দেশ-শাসক লর্ড সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ রায়পুরের ব্যারণ মহোদয়ের আকস্মিক পরলোকগমনে দেশের সমূহ ক্ষতি হওয়ায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিদারুণ শোকে সমবেদনা অনুভব করিয়া সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছেন।"

সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। স্থির হইল যে, এই প্রস্তাবের অনুলিপি অদ্যকার সভার সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে স্বর্গীয় লর্ড সিংহ মহোদয়ের পুত্র অনারেবল সুশীল সিংহ মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হউক।

১। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই কার্য্য-বিবরণ গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক—ডাঃ শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী, সমর্থক রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর, সদস্য—১। খান বাহাদুর মৌলবী আতাহর রহমান বি এ, এসিষ্টান্ট কমিশনার ইন্‌কাম টেক্‌স, ৮১ লিন্টন ষ্ট্রীট। প্র—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্‌-এস্‌ সি, স—ঐ, সদ ২। ডাঃ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম্‌-এস্‌-সি, ডি এস্‌ সি, সায়েন্স কলেজ, কলিকাতা। প্র—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, স—ঐ, সদ—শ্রীযুক্ত পুলিনেন্দ্রলাল মিত্র, গোকুল মিত্র লেন, শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউর বাটী।

৩। কোন পুস্তক এই অধিবেশনে প্রদর্শনের জন্য উপহার পাওয়া যায় নাই।

৪। গত অধিবেশনেই স্বর্গীয় পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের জন্য শোক-প্রকাশ করা হইয়াছিল বলিয়া অদ্য এই বিষয়ে কোন আলোচনার আবশ্যক হইল না।

৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার "সরস্বতী" নামক প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশের "সরস্বতীর বলি" শীর্ষক অংশটুকু পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবুকে তাঁহার প্রবন্ধের জন্য ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, এই গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ ছাপা হইলে বঙ্গ-সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ্ হইবে। তিনি এই প্রবন্ধের জন্য বহু পরিশ্রম করিয়াছেন। সরস্বতী সম্বন্ধে এরূপ বিস্তৃত আলোচনা পূর্ব্বে কোথাও শোনা যায় নাই।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্‌ এস্‌-সি মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীনলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য
সভাপতি।

সপ্তম বিশেষ অধিবেশন

৪ঠা চৈত্র ১৩৩৪, ১৭ই মার্চ্চ ১৯২৮, শনিবার, সন্ধ্যা ৬॥০টা।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—'কাম্বোডিয়ায় হিন্দুসভ্যতা' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

বক্তা—শ্রীযুক্ত ডাঃ কালিদাস নাগ এম এ. ডি-লিট।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত ডাঃ কালিদাস নাগ এম এ, ডি-লিট মহাশয় 'কাম্বোডিয়ায় হিন্দুসভ্যতা' বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন। এই বক্তৃতায় তিনি কাম্বোডিয়ার প্রাচীন ইতিহাস, ভৌগোলিক সংস্থান, তথায় হিন্দু সভ্যতার নিদর্শন প্রভৃতি বিষয়ে বহু উপাদেয় তথ্য বিজ্ঞাপিত করিলেন। কি উপায়ে বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুগণের ভাস্কর্য্য ও তক্ষণশিল্পের আবিষ্কার হয় ও সে সমস্ত দেশ-বিদেশের পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও সেগুলি রক্ষার বন্দোবস্ত হয়, তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়া তিনি কতকগুলি চিত্র ম্যাজিক ল্যান্টার্ণের সাহায্যে প্রদর্শন করিয়া তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ব্যাখ্যা করিলেন।

বক্তৃতার শেষে সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত কালিদাস বাবুকে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীনলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য
সভাপতি।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

৫ই চৈত্র ১৩৩৪, ১৮ই মার্চ্চ ১৯২৮, রবিবার, অপরাহ্ন ৬টা।

শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ

বিদ্যাভূষণ মহাশয়-লিখিত "বাঙ্গালা প্রাচীন পুথি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা" প্রবন্ধ,
৫। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত দুইটি অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হওয়ার পর ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবুকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, এমন শুষ্ক বিষয়কে এত সুন্দর ও মনোজ্ঞ করিয়া লিখিবার ক্ষমতা অমূল্যবাবুর যথেষ্ট আছে, তাঁহার লিপিচাতুর্য্য দ্বারা এই সামান্য বিষয়টিকে আজ সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দিলেন। তিনি প্রাচীন মিশর দেশের এবং আমাদের দেশের প্রাচীন যুগের পুথি সংরক্ষণ বিষয়ের নানা তথ্যপূর্ণ সংবাদ দিয়া সকলের ধন্যবাদভাজন হইলেন। তাঁহাকে অনুরোধ যে, তিনি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া আমাদিগকে জানাইবেন।

৫। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নোক্ত চারি জন সদস্য আগামী বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সদস্যপদ প্রার্থিগণের ভোটপরীক্ষার জন্য ভোট পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইলেন,—

শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য
" মণীন্দ্রমোহন বসু এম এ
" মাধবদাস চক্রবর্ত্তী সাংখ্যতীর্থ এম এ
" প্যারীমোহন সেন গুপ্ত

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীনলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সমর্থক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, সদস্য—১। শ্রীযুক্ত অমরেশ্বর ঠাকুর এম এ, সংস্কৃত-সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক, শ্যামবাজার; প্রঃ—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, স—ঐ, সদ—২ কুমার শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচরণ মল্লিক, কলুটোলা রাজবাটী, শোভারাম বসাক ষ্ট্রীট, ৩। শ্রীযুক্ত ভাস্কর মুখোপাধ্যায় এম এ, কলিকাতা কর্পোরেশনের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী, ৪। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র ঘোষ এম এ, বি এল, ১৬।১ মিত্র লেন, চোরবাগান, ৫। মৌলভী গোলাম রব্বানী মল্লিক, বসন্তপুর, মানিকড়া, হাওড়া, ৬। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী, 'ফরওয়ার্ড' পত্রের সহকারী সম্পাদক, ৪ সি মোহনলাল ষ্ট্রীট, প্র—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, সম—শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন গুপ্ত, সদ—৭। শ্রীযুক্ত দীনেশরঞ্জন সেন বি এ, গুজরা নয়াপাড়া পোঃ, গ্রাম পশ্চিম গুজরা, চট্টগ্রাম, ৮। শ্রীযুক্ত সতীনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, দ্বারবঙ্গ মহারাজের এষ্টেট, বাঁকুড়া, প্র—শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন গুপ্ত, স—শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন গুপ্ত, সদ—৯। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র নন্দী ছুতারপাড়া লেন, কলিকাতা।

খ—উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, উপহৃত পুস্তক—(১) গায়ত্রী উপাসনা, (২) স্বপ্ন-জীবন, (৩) মনুষ্য, (৪) ধর্ম্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী, ১ম খণ্ড, (৫) শ্রীকৃষ্ণ, (৬) হিন্দুধর্ম্ম, ৩য় ভাগ, (৭) চয়নিকা, (৮) স্বাধীন মানুষ; শ্রীযুক্ত ললিতমোহন পাল,—(৯) ধরপণ ও ক্ষতি; শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ শীল,—(১০) ত্রিপথ, ১ম খণ্ড, (১১) আশ্রমে, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সেন—(১২) ব্রহ্ম-সংহিতা, (১৩) মহিম্নঃ স্তোত্রম্, (১৪) বিশ্বসারতন্ত্রোক্ত গুরুগীতা, শ্রীযুক্ত স্বামী সত্যানন্দ—(১৫) হিন্দু যুবক-সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ (শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়); শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাসম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ মহারাজা স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—(১৬) কালীকৃষ্ণ (গদাইচাঁদ দত্তের সংক্ষিপ্ত জীবন-স্মৃতি আলেখ্য), শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—(১৭) Father India, (১৮) Against Animal Sacrifice. শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু—(১৯) History of England, comprising the Reign of Queen Anne. 1701 to 1713.

সপ্তম মাসিক অধিবেশন

১৮ই চৈত্র ১৩৩৪, ৩১এ মার্চ্চ ১৯২৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬॥০টা।

শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধপাঠ—শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম-এ মহাশয়-লিখিত 'চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' নামক প্রবন্ধ, এবং ৫। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। কোন সাধারণ-সদস্য প্রস্তাবিত হইল না।

৩। পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক ও গ্রন্থাধ্যক্ষ হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি-এ মহাশয় অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বিভিন্ন সাময়িক পত্রে লিখিতেন। এই উৎসাহী কর্ম্মীর অকালমৃত্যুতে পরিষদের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য পণ্ডিত গীষ্পতি কাব্যতীর্থ মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি সকলেরই সুপরিচিত ছিলেন। তিনি পূর্ব্বে 'হাওড়া হিতৈষীর' সম্পাদক ছিলেন। রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ৺কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয়ের সহকর্ম্মী ছিলেন। অধুনা সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের উৎসাহী কর্ম্মী ছিলেন।

সমবেত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া ইহাঁদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

৫। সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম-এ মহাশয়কে তাঁহার "চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" প্রবন্ধ পাঠ করিতে আহ্বান করিয়া বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত রমেশবাবু বঙ্গ-সাহিত্যের উদীয়মান লেখক। ইতিমধ্যে তিনি বৃহত্তর বাঙ্গালার অতীত গৌরব-কাহিনী—নানা সাময়িক সাহিত্যে প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল প্রকাশ করিয়া তিনি দেশের সাহিত্য, শিল্প ও ধর্ম্ম-চর্চ্চায় বাঙ্গালা দেশ কত উন্নত ছিল, তাহা দেখাইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম-এ মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়

বলিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন প্রকাশিত হইলে পর স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, এই গ্রন্থ লইয়া দশ বৎসর ধরিয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে লড়াই লাগিবে। কিন্তু তাহা হয় নাই। না হইবার অবশ্য কারণ থাকিতে পারে। অনেকে হয় ত প্রয়োজন মনে করেন নাই, আবার অনেকে হয় ত মনে করিয়াছিলেন যে, উহাতে এমন কিছু আছে, যাহাতে একটু না বুঝিয়া এ বিষয়ে কথা বলা সঙ্গত হবে না। প্রকৃত কথা এই যে, এ সম্বন্ধে যত আলোচনা হয়, ততই ভাল—আর আমি এই সকল আলোচনা হইতে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। পূর্ব্বে ইহার ভাষাতত্ত্ব লইয়া কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রমেশবাবু যাহা বলিলেন, তাহাতে ভাবিবার অনেক বিষয় আছে হয় ত তাঁহার সহিত মতের পার্থক্য হইবে। যাহা হউক, প্রবন্ধটি পত্রিকায় বাহির হইলে আলোচনার সুবিধা হইবে। আমি আশা করি, আমার সোদরপ্রতিম শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও শ্রীমান্ মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় কিছু আলোচনা করিবেন।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, চণ্ডীদাস যে সময় কৃষ্ণ-কীর্ত্তন লেখেন, তখন তিনি সমসাময়িক সামাজিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই লিখিয়াছিলেন। তিনি পৌরাণিক ব্যাপার সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন কি না, তাহা এক্ষণে বলা দুঃসাধ্য। পল্লীগ্রামে এখনও লোকে লোকপরম্পরায় অনেক পৌরাণিক তথ্যের সংবাদ রাখে। সে সময়ে লোকে বিশেষ করিয়া নানা পুরাণের সংবাদ রাখিত। শ্রীকৃষ্ণের আয়ুধ ও তিনি কয় ভুজ—দ্বিভুজ, না চতুর্ভুজ ছিলেন, তাহার বিষয়ে তখনকার লোকের জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র বা পুরাণমতে বিভিন্নরূপ ছিল। উজ্জ্বলনীলমণির মতে তিনি চতুর্ভুজ ছিলেন, কাজেই তাঁর আয়ুধ চারিটী—শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ছিল; সাধন ভজনের দিক্ দিয়া তাঁকে দেখিতে হইলে তাঁহার দ্বিভুজই দেখা যায়। সারঙ্গ কথার অর্থ নানা পুরাণে নানা রকম। পদ্মপুরাণে তিন রকম অর্থ পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের আগে যে সকল আলোচনা হইয়াছে, তাহা ইহার ভাষা-বিজ্ঞান লইয়া, খোসা লইয়া। এক্ষণে শ্রীযুক্ত রমেশবাবু ইহার খোসা ছাড়িয়া শাঁসে কি আছে, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে তন্ত্রের অনেক কথা আছে। বৈষ্ণব শাস্ত্র তন্ত্র ছাড়া নয়। এই সম্প্রদায়ের মূল কোথায়, তাহা দেখিতে হইলে তন্ত্রের কথা জানিতে হয়। বৈষ্ণবদের সংহিতা আছে, তাহা তন্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। পঞ্চরাত্র প্রভৃতিতে, পতঞ্জলির মহাভাষ্যে, নাগার্জ্জুনের সরহ দশোে বৈষ্ণবের অনেক কথা পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত রমেশবাবুর কৃষ্ণ ও বিষ্ণুর আলোচনা অতি সুন্দর হইয়াছে। পাহাড়পুরের আবিষ্কারের ফলে আমরা অনেক জিনিষ পাইয়াছি। সেখানে যে সকল ভাস্কর্য্য-শিল্পের নমুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে সর্ব্বধর্ম্মের অর্থাৎ বৌদ্ধ, জৈন, শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূর্ত্তিশিল্পের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে যে সকল কৃষ্ণলীলার চিত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা অতি প্রাচীন। ৪৭৯ খৃঃ একখানি শিলালিপিতে নাথশর্ম্মা যে ভূমিদান-পত্র লিখিয়াছিলেন, উক্ত পাহাড়পুরের কৃষ্ণ-লীলার চিত্র তাহার পূর্ব্বেকার। গাথাসপ্তশতীতে (১ম খৃঃ) রাধা-

কৃষ্ণের তত্ত্ব উল্লিখিত আছে। শ্রীযুক্ত রমেশবাবু বিশেষ পরিশ্রম করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম-এ মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত রমেশবাবু কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের খোসার দিক্ অর্থাৎ ভাষার দিক্ ছাড়িয়া যে শাঁসের দিকের আলোচনা করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি বিশেষ ধন্যবাদার্হ। চণ্ডীদাসের পদাবলীতে আমরা রাধাকৃষ্ণের প্রেমের একটা রূপ পাই, সে রূপ অন্য কোথাও পাওয়া যায় কি না, তাহা সন্দেহের বিষয়। পরমাত্মার মধ্যে জীবের মিলনের যে ভাব, তাহা চণ্ডীদাসের পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের দ্বারা বোঝান হইয়াছে। প্রেমের দুইটা দিক্—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য। সহজিয়াগণ প্রেমের মাধুর্য্যভাব লইয়াছেন। তাঁহারা কৃষ্ণের দুই ভুজ দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মতে কৃষ্ণের চতুর্ভুজ কল্পনা করিলে জীবকে অন্য ধামে যাইতে হয়। দীন চণ্ডীদাসে আছে যে, দেবতারা রাধার পদধূলি লইবার জন্য বৃন্দাবনের তরুলতা ধূলি হইয়াছিলেন। এই সকল কথা কবে হইতে প্রচলিত হইল, তাহার আলোচনা হওয়া দরকার। এই বলিয়া তিনি শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবুকে রাধাতত্ত্ব ও কৃষ্ণতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করিতে অনুরোধ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, শ্রীযুক্ত রমেশবাবু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন প্রসঙ্গ আলোচনা করিলেন। শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবু ও শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রবাবু তাহার ভাষ্য ও টীকা করিলেন। আমি দর্শনশাস্ত্র লইয়া অল্প-স্বল্প নাড়া-চাড়া করি। কৃষ্ণলীলা মধুর রসপূর্ণ। দর্শন তাহার বিরোধী। অতএব আমি এ বিষয়ে আলোচনা করিতে অনধিকারী। রমেশবাবু বলিয়াছেন, চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার করিয়াছেন। অবতারবাদ কোন দেশেই নূতন নয়, অবতারবাদের দিক্ হইতে তন্ত্রে ও পুরাণে পার্থক্য নাই। সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষতত্ত্ব কোন্ সময় হইতে অনুসূচিত, তাহা ঠিক ধরা যায় না। সাংখ্যের প্রকৃতি দেবীরূপে পুরাণ ও তন্ত্রে দেখা দিয়াছেন। গ্রীস ও রোমে বড় বড় রাজা দেবতা হইয়াছেন। তাঁহাদেরও দেবী আছেন। রসতত্ত্ব দেবী ছাড়া হয় না। একা দেবে রস উদ্রেক হয় না। দেব-দেবী যুক্তরূপে Emotional side বা রসের দিক্ প্রকৃষ্ট ভাবে প্রকাশ না করিলে ধর্ম্মভাব হয় না। জ্ঞানে ও কর্ম্মে শুষ্কভাব আসে। ভক্তি ও রস না মিশিলে প্রাণের স্ফূর্ত্তি হয় না। আমরা সেই পৌরাণিক ভাবটা অবতার সমেত এখনও টানিয়া আনিতেছি—চৈতন্যের সময় পর্য্যন্ত এই ভাব। এই ভাব যুগধর্ম্ম—"Sign of the time"—Sign of the age" এমন জগৎ জোড়া ভাব কোথা হইতে হইল, তাহা বলা যায় না। এ ভাবটা আমাদের মধ্যেই আছে। পুরাণ ও তন্ত্র একই জিনিষ, পুরাণে একলা কেউ নাই- একজন দেবী থাকিবেনই। তন্ত্রে ও বৈষ্ণব ধর্ম্মে কি সম্বন্ধ আছে, তাহা শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবু সময়ান্তরে আমাদিগকে দেখাইবেন। পুরাণোক্ত দেব-দেবীর আয়ুধ ও বেশভূষণ স্থানকালমাহাত্ম্যে পৃথক্ পৃথক্ হয়। শ্রীযুক্ত রমেশবাবুর আলোচনা অতি সুন্দর হইয়াছে। আমরা আশা করি, তিনি এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান করিয়া আমাদিগকে শুনাইবেন। শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবু পুরাণ ও তন্ত্র এবং রাধাকৃষ্ণ

তত্ত্ব সম্বন্ধে যে ঔৎসুক্য জাগাইয়া তুলিলেন, তাহা তিনি অবসরমত বিস্তৃত ভাবে আমাদিগকে শুনাইলে সুখী হইব।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীনিবারণচন্দ্র রায়
সভাপতি।
২১।১২।৩৪

পরিশিষ্ট

উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত হরিদাস নন্দী, উপহৃত পুস্তক—(১) আদিম নদীয়ার কথা, (২) শ্রীঠাকুর হরিদাস, মৌলবী দৌলত আহাম্মদ এম এম্ দাহার—(৩) রাজশ্রী অভিষেক পর্ব্ব; শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন—(৪) মহাত্মা গান্ধীর জীবনচরিত (৫) কর্ম্ম-কল্পতরু, (৬) প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবন-চরিত ও কবিতাবলী, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ করণ—(৭) ব্রাত্য ক্ষত্রিয় অশৌচনির্ণয়, (৮) পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় বনাম ব্রাত্যক্ষত্রিয় (২খানি), (৯) স্বরাজ সাধনায় নরসুন্দরসমাজ, (১০) মাহিষ্যজাতির উদ্বোধন, (১১) বঙ্গে বৈশ্য ক্ষত্রিয়, (১২) বড়-হাড়ী সমাজের উদ্বোধন, (১৩) নাপিত-সমস্যা, (১৪) আর্য্য পৌণ্ড্রক, (১৫) বঙ্গীয় জন-সংখ, (১৬) বঙ্গে দিগিন্দ্রনারায়ণ, (১৭) আরতি, শ্রীযুক্ত শচীভূষণ মিত্র—(১৮) ভ্রমণ-কাহিনী, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ—(১৯) আসাম প্রবাসের অস্ফুট স্মৃতি (২য় সংস্করণ); The Surveyor General of India—(২০) General Report of the Survey of India from 1st Oct 1926 to 30th, Sept 1927; The Director of Industries, Bengal—(২১) The Refining of Tallow for Soap Making and the Recovery as Soap of the Last Traces of Tallow from the Scums and Rejections. [Bulletin No 30], (২২) An Investigation into the Shortening of the Period of Steeping Coir Husks by Boiling in water,and the Possibility of the Utilization of the Extract in Tanning. [Bulletin No. 32], শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন—(২৩) Holy Orders.

অষ্টম বিশেষ অধিবেশন

স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব

১৯এ চৈত্র ১৩৩৪, ১লা এপ্রেল ১৯২৮ রবিবার, অপরাহ্ণ ৬৷৹টা।

স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—সভাপতি।

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুরের সমর্থনে স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম-এ, এল এল ডি, সি আই-ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু মহাশয়-লিখিত "ব্যোমকেশ মুস্তফী" নামক কবিতা পাঠ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় "৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের জীবন-কথা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এবং ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের পরিকল্পিত মাসিক 'পরিষৎ-প্রকাশিকা' প্রদর্শন করিলেন।

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর বলিলেন, ব্যোমকেশের স্মৃতি-সভার আয়োজন দরকার হয় না—এই সার্কুলার রোডের উপর দিয়া গেলেই, এই পরিষদ্ মন্দির দেখিলেই ব্যোমকেশের জলন্ত স্মৃতিনিদর্শন দেখা যায়। যাঁহারা পরিষদের ইতিহাস জানেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন যে, রামেন্দ্র যতীন্দ্র হীরেন্দ্র, এই তিন ইন্দ্রকে সম্মুখে রাখিয়া ব্যোমকেশ কি ভাবে এই পরিষৎটিকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। পরিষদের প্রত্যেক ইট কাঠ তাঁহাদের স্মৃতি দিয়া জড়িত। ব্যোমকেশ পরিষদের জন্য পাগলের মত নিজের স্বার্থ বলি দিয়া অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। যেখানে সভা-সমিতি, সেখানেই ব্যোমকেশ পরিষদের পক্ষে হাজির। সাহিত্যের ও সাহিত্যিকদিগের সহিত পরিষদের সংযোগ স্থাপনের জন্য ব্যোমকেশ সকল সাহিত্য-সভার এবং সকল শ্রেণীর সাহিত্যিকগণের সহিত মিশিত, তাঁহাদের সহিত একটা-না-একটা সম্বন্ধ পাতাইয়া রাখিত। সে সংযোগের চেষ্টা আর নাই, ব্যোমকেশের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইয়াছে। মফস্বলবাসী সাহিত্যিক ও সভা সমিতির সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের আর সে চেষ্টা নাই—ব্যোমকেশের সঙ্গেই তাহা অবসান হইয়াছে। এত বড় সাহিত্য সাম্মলন, তাহাও আর বছর বছর হয় না। তার সঙ্গে পরিষদের প্রভাব কিছু ক্ষীন হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি কোন ব্যক্তি নাই—যিনি প্রাণ দিয়া এই মহৎ প্রতিষ্ঠানটির গৌরব বৃদ্ধি করিতে খাটিতে প্রস্তুত আছেন? পরিষৎকে জীবন্ত করা দরকার হইয়াছে। একমাত্র আমার বৈবাহিক অমূল্যচরণ শিবরাত্রির শলতের ন্যায় এখনও এখানে আছেন। আসুন, আপনারা আবার পরিষদের উন্নতির জন্য প্রাণ ঢালিয়া দিন। দেখিবেন, স্বর্গ হইতে ব্যোমকেশের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইবে।

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন, বার বৎসর পূর্ব্বে ব্যোমকেশ স্বর্গগত হইয়াছেন। ভগবান্ তাঁহাকে অসময়েই পরিষদের কর্ম্মচেষ্টা হইতে কাড়িয়া লইয়াছেন। পরিষৎই তাঁহার ধ্যান জ্ঞান ছিল। দিবসে পরিষদের জন্য খাটিতেন—নিশায় ইহার উন্নতির মোহন স্বপ্ন দেখিয়া উৎফুল্ল হইতেন। তাঁহার সহিত সকল সদস্যের পরিচয়—ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তিনি সদস্যগণের মধ্যে কাহার কি গুণ ছিল, তাহা জানিতেন এবং তাঁহাদিগকে পরিষদের একটা একটা কার্য্যে নিয়োজিত করিতেন। তাঁহার কর্ম্মচেষ্টার মধ্যে স্বার্থের পূতিগন্ধ ছিল না, তিনি নিঃস্বার্থ কর্ম্মী ছিলেন। তিনি কোন শুভ মুহূর্ত্তে পরিষদের মূর্ত্তি দেখিয়া আপন-ভোলা হইয়া ইহার সাধনায় মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্র অনাবিল ছিল। সকল সাহিত্যিকের হাঁড়ির খবর তিনি রাখিতেন। সকলকে তিনি ভ্রাতৃভাবে বাঁধিয়াছিলেন। সাহিত্যিকগণ সেই পরশ-মণির সংস্পর্শে আসিয়া পরিষদের কাজে লাগিয়া যাইতেন। সে ভাব আর দেখা যায় না। এই যে পরিষৎ আজ প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইয়াছে, ইহার মূলে কে? রামেন্দ্রসুন্দর আর ব্যোমকেশ। French Academy of Literatureএর আদর্শে এই পরিষৎ গঠিত। এই আদর্শেই পরিষৎকে গড়িয়া তুলিতে হইবে—তার জন্য উপযুক্ত কর্ম্মী চাই, পূজারী চাই—কর্ম্মক্ষেত্র ও পূজার উপকরণ প্রস্তুত রহিয়াছে। আসুন, দেশের উদীয়মান কর্ম্মি-সঙ্ঘ, প্রাণপাত করিয়া এই জাতীয় মহাযজ্ঞে প্রাণ আহুতি দিন। আজ বিদেশী সাহিত্যের চাক্‌চিক্যে না ভুলিয়া মাতৃভাষার সেবায় জন্য আত্ম-নিয়োগ করুন।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়কে স্বর্গীয় ব্যোমকেশ বাবু যে কবিতায় নিমন্ত্রণ-পত্র লিখিয়াছিলেন, এই সময় শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহা পাঠ করিয়া শুনাইলেন।

রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ বাহাদুর বলিলেন, ব্যোমকেশবাবুর সঙ্গে আমার বহু কালের হৃদ্যতা ও বন্ধুত্ব ছিল। তিনি হৃদয়ের মহত্ত্বের দ্বারা অনেককেই তাঁহার দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। আজ যে পরিষৎ দেখিতেছি, তাহাতে ব্যোমকেশ বাবুর হৃদয়ের স্পন্দন দেখিতে পাইতেছি। এই পরিষৎ দেখিতেছি, আর আমাদের হৃদয়ে গর্ব্ব অনুভব করিতেছি। পরিষদের গঠনে তাঁহার কৃতিত্ব কতখানি, তাহা যাঁহারা আমাদের মত পরিষদের প্রথম হইতে সেবা করিয়া সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই বিশেষভাবে জানেন। তিনি পরিষৎকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাহিত্যিককে তাঁহার অফুরন্ত স্নেহ-ধারায় সিক্ত করিয়াছিলেন। অনেক সাহিত্যিককে পরিষদের সেবায় নিয়োগ করিতে পারিয়াছিলেন। পরিষদের ইতিহাসের সহিত ব্যোমকেশবাবুর জীবনেতিহাস ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। এই কয়েক দশকের মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উন্নতি হইয়াছে, তাহার মূল এই পরিষৎ—তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। পরিষদের মত সদস্য সংখ্যা ভারতের আর কোন সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের ছিল না বলিলে বেশী বলা হয় না। এই যে কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষার এতখানি প্রসার হইয়াছে, তাহার মূলে পরিষৎ, আর

ব্যোমকেশবাবু ইহার জন্ত কত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা আমরা জানি। ভারতের নানা স্থানে এই পরিষদের আদর্শে—ইহার নিয়ম ও কার্য্যপদ্ধতির অনুকরণে বহু সাহিত্য পরিষদের উদ্ভব হইয়াছে। তিনি বল গড়াইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাহার ধাক্কা অনেক স্থানেই লাগিতেছে ও লাগিবে। আমার বিশ্বাস, যদি আমাদের জাতি গড়িয়া উঠে, তবে এই পরিষদের মধ্য দিয়াই হইবে—এমন দিন অবশ্যই আসিবে। মহৎ ব্যক্তির স্মৃতি লুপ্ত হয় না। যতদিন এই পরিষৎ ও বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, ততদিন ব্যোমকেশবাবুর স্মৃতি দেশে বজায় থাকিবে। সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সফলতার মূলে এক একজন কর্ম্মী থাকেন। পরিষদের গঠনের ও উন্নতির মূলে রামেন্দ্রসুন্দর ও ব্যোমকেশ বাবুকে দেখিতে পাই। ইঁহারা প্রকৃতই পরিষদ্‌গতপ্রাণ ছিলেন। আমাদের মত ইঁহারা দু'নৌকায় পা দেন নাই।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, এই হলে আসিবার সময় রামেন্দ্রসুন্দর ও ব্যোমকেশবাবুর যুগ্মমূর্ত্তি সোপানশ্রেণীর পার্শ্বে দেখিলাম। তাঁহারা উভয়ে সকলকে আহ্বান করিতেছেন এই বলিয়া যে, হে বাঙ্গালী ও বঙ্গভাষানুরাগী—এস, আমাদের কথা স্মরণ কর; সাহিত্য, সাহিত্য-পরিষৎ ও সাহিত্যিকগণের সেবার জন্য প্রাণ উৎসর্গ কর। আজ এই পুণ্য-স্মৃতি-বাসরে শ্রদ্ধা ও আনন্দের সহিত আপনাদের নিকট এই কথাই বলিয়া দিতেছি। ১৩২২ বঙ্গাব্দে ব্যোমকেশ বাবুর মৃত্যুর পর যে শোক-সভা হইয়াছিল, তাহাতে অনেক সাহিত্যরথী উপস্থিত ছিলেন, রামেন্দ্রসুন্দরও ছিলেন। আজ তাঁহাদের মধ্যে ১৮।১৯ জন স্বর্গগত। সেখানে তাঁহারা হয় ত এইরূপ স্মৃতি-সভা করিতেছেন। এই সকল কীর্ত্তিমান্ পুরুষের অভাবে আমরা শক্তিহীন হইতেছি। কে তাঁহাদের স্থান পূরণ করিয়া তাঁহাদের আরব্ধ কাজ শেষ করিবেন? এখন যাঁহারা আছেন, তাঁহারা নিজ নিজ শক্তিমত কাজ করুন এবং নূতন নূতন কর্ম্মী লইয়া পরিষদের উন্নতির জন্য তৎপর হউন। ব্যোমকেশবাবু শুধু সাহিত্য-সেবী ছিলেন না, তিনি সাহিত্যিক-সেবীও ছিলেন। সেই হিসাবে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। তিনি দেশে দেশে জাতীয় সাহিত্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন—অনেক সাহিত্য-সভা ও পরিষৎ-শাখার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি নিজের জন্য কিছুই করিয়া যান নাই। কলিকাতা হাইকোর্টে সামান্য কেরাণীগিরি করিতেন মাত্র। সেই অবস্থাতেই সাহিত্য-সেবা, পরিষদের সেবা, সাহিত্য-প্রচার, সাহিত্যিকগণের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার তুলনা নাই—আর বোধ হয়, তাঁহার অভাব পূরণ করিবার লোকও নাই। শ্রীযুক্ত নলিনীবাবু তাঁহার একজন বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তিনিও তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পরিষদের সেবা করিতেছেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি নিষ্কামভাবে পরিষদের সেবা করুন, পরিষৎকে বজায় রাখিবার চেষ্টা করুন, তাহা হইলেই ব্যোমকেশবাবুর স্মৃতি রক্ষা হইবে।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় সভাপতি মহাশয়, বক্তৃগণ ও প্রবন্ধ-লেখককে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, অদ্যকার সভাপতি মহাশয় যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার, সেই সময় ব্যোমকেশবাবু বাঙ্গালার পরীক্ষক ছিলেন। তিনি

মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া কাগজ দেখিতে অক্ষম হইলে তাঁহার ভাগের কাগজ অন্যান্য পরীক্ষকগণ অনুগ্রহ করিয়া দেখিয়া দেন। তাঁহার প্রাপ্য টাকা তিনি পরলোকগত হইলে তাঁহার স্ত্রীকে দেওয়া হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন

২১এ চৈত্র ১৩৩৪, ৩রা এপ্রিল ১৯২৮, মঙ্গলবার, সন্ধ্যা ৬৷৷০টা।

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায়—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম-এ, এফ্-জি-এস্ মহাশয়-লিখিত "বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে একটী কথা" নামক প্রবন্ধ এবং ৫। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাব এবং শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বিএ মহাশয়ের সমর্থনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম-এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

এই সময় সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য প্রবীণ সাহিত্যিক গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। সমবেত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া মৃত ব্যক্তির স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ, এফ-জি-এস্ মহাশয় তাঁহার "বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে একটি কথা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ-জি-এস্ (লণ্ডন) মহাশয় উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে

শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম ডি, এম্-এস্ সি, এফ জেড-এস্ মহাশয়ের মন্তব্য পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত হেমবাবু বলিলেন যে, 'আস্থিক' ও 'পূর্ণাস্থিক' এক বস্তু নহে।

শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য এবং সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদের বিজ্ঞান-শাখাকে পরিভাষা প্রকাশের বিষয়ে সজাগ হইতে অনুরোধ করিলেন। বহুদিন হইতে এই কার্য্য চলিতেছে এবং বহু দেশের লোক পরিষদের এই কার্য্যের অপেক্ষা করিয়া আছেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্র - শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বসু, স—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম, সদ—১। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ সরকার, বাঙ্গালীটোলা, কাশী। প্র—শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, স—ঐ, সদ—২। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ এ, রংপুর। প্র—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, স—ঐ, সদ—৩। শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র ভড়, ১৭ যোগলকুড়িয়া গলি।

খ—উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, উপহৃত পুস্তক—(১) মুকুল; শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিংহ, (২) হৃদয় ও মনের ভাষা, (৩) নির্ব্বাণ, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, (৪) শিক্ষা সংস্কারে রামেন্দ্রসুন্দর, শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাস গুপ্ত, (৫) চরকা বুড়ী; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, (৬) সুভাষচন্দ্র বসু, (৭) আমার দেখা লোক।

নবম বিশেষ অধিবেশন

২৬এ চৈত্র ১৩৩৪, ৮ই এপ্রিল ১৯২৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬৷৷০টা।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব।

সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলিলেন, আজ বঙ্কিম-চন্দ্রের স্মৃতি-বাসর। ১৩০০ বঙ্গাব্দে এই দিনে তিনি স্বর্গগত হইয়াছেন। আমরা আজ

তাঁহার স্মৃতির তর্পণ করিতে সমবেত হইয়াছি। তিনি বাঙ্গালী মাত্রেরই পিতৃস্থানীয়, সেই জন্য সকলেই তাঁর তর্পণ করিতে অধিকারী।

সভার কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় 'বন্দে মাতরম্' গান করিলেন। সমবেত ব্যক্তিবর্গ এই গানের সময় দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

তৎপর শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁহার 'বঙ্কিমচন্দ্র' নামক কবিতা পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত বারেন্দু দত্ত মহাশয় তাঁহার 'বঙ্কিম তর্পণ' নামক কবিতা ও কা। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় মেদিনীপুরের কবি শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল মহাশয় লিখিত কবিতা পাঠ করেন।

শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রকুমার সান্ন্যাল মহাশয় তাঁহার 'বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্যবাদ' নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্যকলাসুধাকর মহাশয় বলিলেন, আজ এই সভায় বড় আনন্দ পাইয়াছি, আর কোন সভায় এমন জমজমাট্ আনন্দ পাই নাই। বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্ব বিষয়ে ভারতে, এমন কি, জগতে অদ্বিতীয়—তুলনাবিহীন। বঙ্কিমচন্দ্রকে শুধু সাহিত্যসম্রাট্ বলিলে তাঁহার প্রকৃত সম্মান হয় না—তিনি ধর্ম্ম কর্ম্ম, রাজনীতি, সাহিত্য ইত্যাদি নানা বিষয়ে লোক-শিক্ষায় বর্ত্তমান যুগের একজন আদর্শ পুরুষ বা অবতার ছিলেন। যখন বাঙ্গালী ইংরাজি বুলি ব্যতীত আর কিছুতে কথা বলিতে ভালবাসিত না, তিনি সেই যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া মাতৃভাষার দৈন্য দূর করেন, আর একটা ভাষায় যুগান্তরের সৃষ্টি করেন। যে দেশে ব্যাস, কপিল ও বঙ্কিমের মত লোক জন্মে, সে দেশ মহামহিমময়, এই ভাবিয়া আমরা গৌরবান্বিত হইতে পারি। শ্রাদ্ধের সময় যেমন 'বেদব্যাসায় নমঃ' বলা হয়, তেমনি "বঙ্কিমচন্দ্রায় নমঃ" বলা উচিত। বঙ্কিমচন্দ্রকে দেশবাসী এখনও ভুলিতে পারিবে না—এই সভার লোকবাহুল্য ও সকলের হৃদয়ই তাই তাহার প্রমাণ। তিনি আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের হৃদয়েই বিরাজমান।

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর বলিলেন,—আমি আমার জীবনের শেষ প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। বঙ্গসাহিত্যের যে গতিই হউক না কেন, যতই কবিতা, গল্প, উপন্যাস লিখিত হউক না কেন, আমি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আমার জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম্' নিয়তই উচ্চারণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইব। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস চলিয়া যাইতে হয় যাক, তাঁহার সাহিত্য সম্রাট্ উপাধি লুপ্ত হয় হোক, তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্ব কূটতত্ত্ব হয় হোক, শুধু এক 'বন্দে মাতরম' তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। ঔপন্যাসিক ও সমাজসংস্কারকরূপে তিনি যত বড়ই হউন না কেন, তিনি যে জাতীয় ভাবাপন্ন নব্যভারতের স্রষ্টা, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জাতীয় মুক্তি কামনায় এ দেশ যদি কেবলমাত্র এই অতুলনীয় সদর্থসমন্বিত জাতীয় সঙ্গীতটি স্মরণ করিয়া সসম্মানে তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করে, তবেই ভারত ধন্য ও গৌরবান্বিত হইবে। আজ চারিদিক্ হইতে যে আনন্দধ্বনি উঠিতেছে, তাহাতে মনে হয়, জাতীয়তার দেবতাও স্বর্গ

হইতে বলিতেছেন—'বন্দে মাতরম্'। দশপ্রহরণধারিণী সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলার যে চিত্র তিনি আমাদের চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা যদি আমরা প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতে পারি, তবেই তাঁহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন সার্থক হইবে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় বলিলেন, আজকালকার উপন্যাস দেখিয়া মনে হয়, বঙ্কিমের আদর্শ হইতে তাহা অনেক সরিয়া পড়িয়াছে। তিনি কতকগুলি বিশিষ্ট আদর্শ সংস্থাপনের জন্যই জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার শেষ জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট লেখা 'কৃষ্ণচরিত্রে' তিনি ধর্ম্মের প্রকৃষ্ট আদর্শ দেখাইয়াছেন। এই আদর্শ সম্পূর্ণভাবে জাতীয়তার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি সাহিত্য রচনার সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন, 'তোমরা যাহা লিখিবে, তাহা আদর্শবাদের উপর লেখ, বাস্তববাদের দিকে যাইও না।' তিনি নিজে এই আদর্শ খাড়া করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। দেশের সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তির জন্য যাহা নিতান্ত প্রয়োজন, তাহা তিনি দিব্য নেত্রে দেখিতে পাইতেন এবং নানাভাবে তাহার দ্বারা দেশবাসীর জ্ঞাননেত্র উন্মীলনের চেষ্টা করিতেন। দেশে মানবতার অভাব দেখিয়া তিনি পূর্ণ মানবতার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উপন্যাস নায়ক নায়িকার খেলা নহে, পূর্ণ মানবতার বিকাশ। তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্ব ভুলিলে চলিবে না। তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্ব না বুঝিলে 'বন্দে মাতরম্' বোঝা যাইবে না। আজ যাহা সম্মিলিত সমগ্র ভারতের জাতীয় সঙ্গীত বলিয়া সমাদৃত, সেই 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে তিনি মায়ের দিব্য মূর্ত্তি অবলোকন করিয়াছিলেন। এবং সেই মূর্ত্তি তিনি সমস্ত দেশবাসীর সম্মুখে সহজ ও সরলভাবে সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। যদি আমরা যথাযথভাবে সেই মায়ের পূজা করিতে পারি, তবেই আমাদের 'বাহুতে অপূর্ব্ব শক্তি' ও হৃদয়ে অদ্ভুত শক্তির সঞ্চার হইবে এবং অচিরেই আমরা মুক্তিপথে অগ্রসর হইতে পারিব।

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন, যে দিন সাহিত্য-সম্রাট্, ভাবের নায়ক বঙ্কিমচন্দ্র মহাপ্রয়াণ করিলেন, সেই দিন বাঙ্গালার আলো নির্ব্বাপিত হইল। তিনি আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালীকে আলো দেখাইবার জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ভারতের জাতীয়তার সর্ব্বপ্রথম প্রকৃষ্ট পথপ্রদর্শক। যখন পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার আপাতমধুর চাকচিক্যে তদানীন্তন দেশবাসী আত্মভোলা হইয়া বিপথে চলিতে লাগিল—বঙ্কিমচন্দ্র তখন দিব্য আলোকবর্ত্তি হস্তে লইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া, সুপথের সন্ধান দিয়া দেশবাসীর ভ্রম নিরাসের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি সেই যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যুগপ্রবর্ত্তক আদর্শ পুরুষ ছিলেন। তিনি উপন্যাসে বিরাট্ চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাকে বাঙ্গালার ওয়াল্টার স্কট বলিলে তাঁহার অপমান করা হয়। তিনি ভাষার যে পরিবর্ত্তন সাধন করেন, তাহাতে বাঙ্গালা ভাষার দুকূল প্লাবিত করিয়া একটা রসস্রোতের সৃষ্টি হইয়াছিল। তিনি দেবী চৌধুরাণীতে মানুষ গড়ার ভাব এবং সীতারামে কাম্যর প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আনন্দমঠ নভেল নহে, উহা এক সুবৃহৎ মহাকাব্য, তাহাতে তিনি জড়জগতের মধ্য দিয়া মায়ের দিব্য মূর্ত্তি নিজে দেখিতে পাইয়া দেশবাসীকে দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি তাহাতে মৃণ্ময়ী মায়ের মধ্য দিয়া চিন্ময়ী মাকে প্রতিষ্ঠিত দেখাইয়া গিয়াছেন। এই মাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই প্রকৃত স্বরাজ আসিবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র যে কিরূপ সূক্ষ্ম ও দূরদর্শী ছিলেন তাহা সমগ্রভাবে না চিন্তা করিলে বুঝা যায় না। তাঁহার নিজ চরিত্রমাহাত্ম্য বা নভেলের চরিত্র একটু আধটু বিশ্লেষণ করিয়া সেই গভীর ভাবুকভাব ধারণা করা যায় না। যেমন নাক, চোক, কান, কেশ, কপাল, হস্তপদ একটি একটি স্বতন্ত্র গড়িয়া—কল্পনা করিয়া বা দেখিয়া কোন লোকের সৌন্দর্য্যের অনুভূতি হয় না, পরন্তু এই সকলের একত্র সমাবেশে সৌন্দর্য্য স্বতঃই প্রতিভাত হয়, সেইরূপ বঙ্কিমচন্দ্রকে সমগ্রভাবে না ভাবিতে পারিলে তাঁহার উপযোগিতা ও মহানুভবতা আমাদিগের কিছুতেই উপলব্ধির বিষয়ীভূত হয় না। সকল দিক্ দিয়া দেখিলে দেখা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র এক অদ্বিতীয় পূর্ণ পুরুষ, অংশ নহেন, অংশতঃ বিচার্য্যও নহেন। যখন স্যর ওয়াল্টার স্কটের নভেল কাব্যাদি পড়িয়া দেশবাসী ভাববন্যায় প্লাবিত হইয়াছিল, তখন দুর্গেশনন্দিনীর প্রতিভাবান্ লেখক লেখনী ধারণ করিয়া বঙ্গবাসীকে সহসা চমকিত ও চিরবাধিত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় গুরুগম্ভীর বিষয়ের রচনা ও ভব্য ভাবনিচয়ের সমাবেশ হয় না—এই ভ্রান্ত ধারণা তিনি দেশবাসীর হৃদয় হইতে একেবারে দূর করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারই 'দুর্গেশনন্দিনী' ইংরাজীর ঘিয়ে ভাজা বাঙ্গালা ডিস হইলেও সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গবাসীর হৃদয়ে জাতীয়তার ভাব উদ্দীপিত করিয়া দেয়। স্বাধীনভাব ও স্বাধীন চিন্তার আনুকূল্যে তিনি স্ত্রী-স্বাধীনতার উপযোগিতা অনুভব করিয়াছিলেন, বিষবৃক্ষের সূর্য্যমুখী ও আনন্দমঠের শান্তির চরিত্রে তাহা তিনি ফুটাইয়াছিলেন। আজ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের জন্য সমগ্র জগতে বিখ্যাত হইয়াছেন। এই মন্ত্র বাঙ্গালীর বা কেবল হিন্দু বা মুসলমানের নহে—জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে দেশকালপাত্রের বিচার না করিয়া উহা মানবমাত্রেরই আরাধ্য ও উপাস্য হইতেছে—হওয়া উচিত বটে। এই ভাবে ঐ মন্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য স্কটের জাতীয় সঙ্গীতাবলী হইতেও উচ্চ হইতে উচ্চতর; তাহা ইংরেজি ভাষারসিক সকলেই অন্তরে অনুভব করিবেন। তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও ভূয়োদর্শনের ফলে দূরদর্শিতাও চরম সীমায় উঠিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, তাঁহার জীবদ্দশায় ঐ 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের তাৎপর্য্য তাৎকালিক দেশবাসীরা সামান্যই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এতদিনে সেই কলঙ্কের মোচন হইল। আজ ঋষিকল্প বঙ্কিমচন্দ্রের মহামন্ত্রের মহীয়সী শক্তি ঘরে ঘরে উদ্দীপনার সৃষ্টি করিতেছে। এই মাত্র কলকণ্ঠনিনাদিত সেই মন্ত্রের উচ্চারণের প্রভাবে এই সভাস্থলে বিপুল জনসঙ্ঘ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ভাবাবেশে স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় 'মথুরাবাসিনী মধুরহাসিনী শ্যামবিলাসিনী রে' এই গানটি গাহিয়া শ্রোতৃবর্গকে বিমুগ্ধ করেন।

অতঃপর বঙ্গীয়-নাট্য-পরিষদের সভ্যগণ "কমলাকান্তের জবানবন্দি"র অভিনয় করেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম-এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে, কবিতা ও প্রবন্ধ-লেখক এবং পাঠকগণকে, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয়কে এবং বঙ্গীয়-নাট্যপরিষদের সভ্যবৃন্দকে ও বক্তৃগণকে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

নবম মাসিক অধিবেশন

২৮এ চৈত্র ১৩৩৪, ১০ই এপ্রেল ১৯২৮, মঙ্গলবার, সন্ধ্যা ৬।০ টা।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী এম এ কাব্যতীর্থ মহাশয়-লিখিত "ফরিদপুর, কোটালীপাড়ার গ্রাম্যশব্দ" এবং (খ) শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশগুপ্ত এম-এ মহাশয়-লিখিত "অনুমতি দেবী" নামক প্রবন্ধদ্বয়, ৫। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয়ের সমর্থনে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১। গত অষ্টম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত সমর্থিত হইলে পর পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার, সদস্য—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার রুদ্র এল্. এম্. এস্।

৩। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং তাহাদের উপহারদাতৃগণকে পরিষদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল। উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত জয়েন্দ্রলাল ভগবান্‌লাল দুরকান এম্-এ, উপহৃত পুস্তক (১) থোডাক ছুটটাং ফুল (গুজরাটী); শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু রায় ভিষক্‌শাস্ত্রী,—(২) সত্যনারায়ণের পাঁচালী; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, বি-এ, এটর্ণি (৩) sayings of the soul.

৪। (ক) শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম-এ মহাশয় তাঁহার লিখিত "ফরিদপুর, কোটালীপাড়ার গ্রাম্যশব্দ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

(খ) শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশগুপ্ত এম-এ মহাশয় উপস্থিত হইতে সক্ষম না হওয়ায় তাঁহার "অনুমতি দেবী" নামক প্রবন্ধটি সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম-এ মহাশয় পাঠ করেন।

প্রবন্ধ দুইটি পঠিত হইলে পর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এবং সভাপতি মহাশয় লেখকদ্বয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইলেন যে, পরিষদের উৎসাহী সদস্য ও ইহার ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক ও গ্রন্থাধ্যক্ষ হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি-এ মহাশয় সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি নবীন সাহিত্যিক ছিলেন, এবং ছোট ছোট গল্প, ছেলেদের পাঠোপযোগী গল্প ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহার সাহিত্য-প্রীতির বিশেষ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার স্মৃতির সম্মান করিলেন।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার পঞ্চত্রিংশ খণ্ডের

নির্ঘণ্ট

অ

আ

ই

ঈ

ভ

ম